শয়তানের সাথে যুদ্ধ

(হেফাজতের আমল, সালাতের দুআ ও জিকির, তিব্বে নববি ও রুকইয়াহ)

رقية

সংকলক
ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ: জুলাই, ২০২৫ইং

সংকলক: ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ | www.marsus.com.bd

শরয়ী সম্পাদনা: হাফেজ মাওলানা আকবর বিন জাফর (প্রিন্সিপাল, মাদরাসাতুল ফালাহ)

ভাষা সম্পাদনা: হাফেজ মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল, হাফেজ মাওলানা আতিকুল ইসলাম

নজরে ছানী: মুফতি যুবায়ের আহমদ (প্রিন্সিপাল, আইওএম ও ইসলামী দাওয়াহ ইন্সটিটিউট)

গ্রন্থস্বত্ব: পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে লেখকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবেন। দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বইটির কোনো পৃষ্ঠা বা পুরো বই পিডিএফ, স্ক্যান, বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে।

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা: রাইসুল ইসলাম

মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

ISBN Number: 978-984-36-0738-6

প্রকাশনায়
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (IOM)

IOM

অনলাইন পরিবেশক

Taqwaah Shop: 01762316867 | Jazabor.com: 01601-350363 | Rokomari.com

লেখক পরিচিতি

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেছেন রুয়েটের ইইই (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিপার্টমেন্ট থেকে। এরপর আইটিতে এম.এস.সি ডিগ্রী অর্জন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমআইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে। এমবিএ করেছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডিয়া থেকে।

বর্তমানে রিলায়েন্স হাইটেক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। এছাড়া উম্মাহ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আইবি-এর সদস্য হিসেবে আছেন- ২০১৩ সাল থেকে : মেম্বারশিপ নং: MIEB-M/৩৭১৪০

তিনি আইইই এবং ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন-এর সদস্য।

এছাড়া তিনি প্রায় ৬-৭ বছর কয়েকটি মাদ্রাসার বিভিন্ন বিভাগে পড়াশোনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারুর রাশাদ মাদ্রাসা, মিরপুর-১২।

তিনি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং বেশ কিছু অফলাইন মাদ্রাসার খেদমতে রয়েছেন।

উৎসর্গ

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ঈমানের উপর টিকে থাকা সারা বিশ্বের সমস্ত দাঈ মুসলমানের উদ্দেশ্যে।

সূচিপত্র

- আপনাকে দিয়েই হবে ০৬
- শয়তানের সাথে যুদ্ধ ০৯
- শয়তানকে যখন আমরা ডেকে নিয়ে আসি ১১
- শয়তান কেন আমাদের শত্রু? ১২
- হেফাজতের আমল ১৩
- হেফাজতের আমল: প্রাথমিক স্তর ১৪
- হেফাজতের আমল: দ্বিতীয় স্তর ১৮
- হেফাজতের আমল: তৃতীয় স্তর ২০
- ফরজ সালাতের পর দুআ ও জিকির ২২
- দুআ ও জিকির: সর্বনিম্ন আমল ২২
- দুআ ও জিকির: দ্বিতীয় স্তরের আমল ২৩
- জরুরি কয়েকটি মাসনূন দুআ ২৫
- হাদিসের কিছু শক্তিশালী রুকইয়াহ বা তিব্বে নববি ২৬
- রুকইয়াহ গোসল ৩৪
- আয়াতে শেফা: রোগ মুক্তির জন্য কোরআনের ৬টি আয়াত ৩৫
- বাড়িতে অথবা অন্য কোথাও শয়তানের উৎপাত থাকলে করণীয় ৩৬
- তাবিজ অথবা যে কোন সন্দেহজনক বস্তু নষ্ট করার নিয়ম ৩৬
- রুকইয়াহ আম্মা ৩৮
- রুকইয়াহ তাওবা ৬৬
- রুকইয়াহ কিতাল ৭৬
- রুকইয়াহ হারক ৮৪
- খাবারের মাধ্যমে নববি চিকিৎসা ৯৪
- মনজিলের আমল বা ৩৩ আয়াত ৯৭
- হাদিস অনুসারে শয়তানের চক্রান্ত ১০০
- কুরআন অনুসারে শয়তানের চক্রান্ত ১১১

আপনাকে দিয়েই হবে! তবে কেন?

বেশিদিন আগের কথা নয়। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম আমার এক মাহরাম আত্মীয় কাউকে দেখলেই কান্না করছেন। জিজ্ঞাসা করে এর কোন কারণ জানা গেল না। উনাকে মঞ্জিলের ৩৩ আয়াত তেলাওয়াত করার জন্য বললাম । দেখা গেল ৩৩ আয়াত পড়লে কিছুটা ভালো বোধ করছেন তবে সমস্যার সমাধান পুরোপুরি হচ্ছে না। এজন্য একজন রাকী খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম আশেপাশে কোন রাকী নেই। অন্যদিকে রাকীদের খরচও নাকি অনেক বেশি। এ বিষয়ে মসজিদে পরামর্শ করলাম। মসজিদ থেকে বলল, আমাদের পাশে এক হাফেজ সাহেবের আহলিয়া এই কাজগুলো করে। এ বিষয়গুলো তখনও আমার অতটা জানা ছিল না। উনাকে নিয়ে আসলাম। কয়েক মিনিটে কাজ করে দিয়ে চলে গেলেন।

তবে বিষয়টা আমার ভালো লাগলো না। উনি যা পড়ছিলেন সেখানে কুরআনের আয়াতও ছিল আবার বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন শব্দও ছিল। এটা নিশ্চয়ই শরীয়ত সম্মত হতে পারে না। পরে বিষয়টা নিয়ে আগ্রহ বাড়তে থাকলো। সেই আগ্রহ থেকে অনলাইনে কোর্স করলাম। সেখানে রুকইয়াহ গোসলসহ আরো অনেকগুলো বিষয় জানলাম। যেগুলো এপ্লাই করে দেখলাম রোগী সুস্থ হচ্ছে। তবে এরপরও মনে হচ্ছিল আরো কিছু জানার দরকার।

এভাবে অনেকদিন পেরিয়ে গেল। এরপর একদিন দাওয়াতি সফরে কোন একটা জেলায় বের হলাম। আমাদের উত্তরাঞ্চলের একটা মাদ্রাসার জিম্মাদার একজন আলেম ভাই বললেন যে, আমি রুকইয়াহ ট্রেনিং করেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ কয়েক মাস ধরে রুকইয়াহ করছি, অনেক কাজ হচ্ছে। শুনে খুব খুশি লাগলো। বললাম একদিন আপনার সাথে বসে রুকইয়াহ দেখবো। তবে রুকইয়াহ শুরু করার পর যে বিষয়টা আমাকে খুব অবাক করলো তা হলো রুকইয়াহ চলমান অবস্থায় শয়তান হাজির হয়ে যাওয়া, শয়তানের সাথে কথা বলা, শয়তানের সাথে যুদ্ধ, শয়তানকে কুরআনের আয়াত দিয়ে প্রহার করা এবং টিকতে না পেরে একসময় শয়তানের বিদায়।

এই বিষয়গুলো রুকইয়াহর ব্যাপারে আমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তুললো। ঐ ভাইকে সাথে নিয়ে কয়েক দিন অনেককে রুকইয়াহ করা হলো। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম যেই উস্তাদের কাছে ভাই ট্রেনিং করেছেন সেই উস্তাদের কাছে ট্রেনিং করার। আলহামদুলিল্লাহ অফলাইনে উস্তাদের কাছে ট্রেনিং করলাম। ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমার কনফিডেন্স আরো বেড়ে গেল। যদিও রুকইয়াহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেনিং করেছিলাম কিন্তু সাধারণ রোগেও যে তিব্বে নববি বা রুকইয়াহ কাজ করতে পারে, এই ব্যাপারে আমার এত কনফিডেন্স ছিল না।

আমার বাসায় একদিন একজনের খুব মাথাব্যথা হলো। আমি হাদিসের দুআগুলো (রুকইয়াহ ১-৬) পড়ে ফুঁ দিলাম দেখলাম মাথাব্যথা ভালো হয়ে গেল। আমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক বেড়ে গেল।

একদিন আমি অফিসে থাকা অবস্থায় আমার আহলিয়া ফোন দিল যে তার প্রায় ১১ বার টয়লেট হয়েছে। আমার আহলিয়া একজন ডাক্তার হওয়ায় অনেকগুলো ওষুধের লিস্ট করে দিল এবং আমাকে দ্রুত বাসায় আসতে বললো। পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে। আমি কোন ওষুধ কিনে নিলাম না। গিয়ে দেখি এত অসুস্থ যে শোয়া থেকে উঠে বসার ক্ষমতাও তার নেই। আমি বললাম আমি রুকইয়াহ করছি তুমি একটু শোনো। আধা ঘন্টা রুকইয়াহ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

আলহামদুলিল্লাহ কুরআন এবং হাদিসের দুআর উপরে আমার একিন এবার চোখে দেখে আরো দৃঢ় একিনে পরিণত হলো। এরপর এরকম অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে।

আমাদের এক সফরে এক ভাইয়ের প্রায় তিন মাস ধরে হাতে ব্যথা। আমি উনাকে পাঁচ মিনিট রুকইয়াহ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ উনার হাতে ব্যথা ভালো হয়ে গেল।

একদিন আমাদের একজন মাওলানা সাহেব, উনি আমাকে ফোন দিলেন যে উনার বাচ্চা প্রচন্ড অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি করা লাগবে, ডায়রিয়া হয়েছে। আমি উনাকে দুআর পিডিএফ গুলো পাঠিয়ে বললাম আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়ে দুআ পড়লে যদি কাজে লাগে আপনি হাফেজ সাহেব হয়ে দুআ পড়লে আরো বেশি কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। তিনি তাই করলেন।
বাসায় গিয়ে রুকইয়াহ করলেন এবং উনার মেয়ে সুস্থ হয়ে গেল। হাসপাতালে নিতে হলো না। এরপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ নিজের আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে আমি কন্টিনিউয়াস রুকইয়াহ করে যাচ্ছি। এরপর আমি আমার আহলিয়াকে ট্রেনিং দিলাম। সেও আলহামদুলিল্লাহ ছোটখাটো রোগের জন্য দুআ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলে রোগ কমে যাচ্ছিল।
একদিন আমার এক বন্ধুর ওয়াইফকে রুকইয়াহর জন্য আমার আহলিয়াকে সাথে রাখলাম এবং বললাম আজকে তোমার ট্রেনিং। এবং ঘটনাক্রমে সেদিন সামান্য কিছু সময় তেলাওয়াত করতেই ওই বন্ধুর আহলিয়ার শয়তান বের হয়ে যায় এবং প্রচন্ড রকম ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ ওই ঘটনায় আমার আহলিয়ার কনফিডেন্সও অনেক বেড়ে যায়। এরপর থেকে সেও বাচ্চার কোন সমস্যা হলে, কান্নাকাটি করলে কন্টিনিউয়াস রুকইয়াহ করে এবং কাজ হয়।
আম্মা-আব্বার বাসায় কয়েকটি কোয়েল পাখি আছে। একদিন আমি গিয়ে দেখি, একটি কোয়েল পাখির একটি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। সম্ভবত অন্য একটি পাখির ঠোকরের কারণে এমনটি হয়েছে। আমি আম্মাকে বললাম, "তুমি তিব্বে নববীর আমল করো।" আম্মা পাখিটির চোখের পাশে হাত রেখে তিব্বে নববীর আমল করলেন। আলহামদুলিল্লাহ! বিকেলে দেখি, পাখির চোখ একদম ঠিক হয়ে গেছে। এরপর থেকেই আম্মার তিব্বে নববীর প্রতি বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছে।
আমরা, আলহামদুলিল্লাহ, এখন পর্যন্ত প্রায় হাজারের কাছাকাছি শিক্ষার্থীকে তিব্বে নববীর প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তারা এখন নিজেরাই এই আমল করে উপকৃত হচ্ছেন।
একদিন একটি ফিডব্যাক ফর্ম দেওয়া হয়, যেখানে বলা হয়েছিল—যারা তিব্বে নববীর আমল করে উপকার পেয়েছেন, তারা যেন সেখানে জানিয়ে দেন।
সুবহানাল্লাহ! শত শত ফিডব্যাক এসেছে, যেগুলোর কিছু Marsus EduVerse অ্যাপে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। এর মধ্যে একটি ঘটনা ছিল এমন:
একজন বোন লিখেছেন:
"আমার অ্যাকুরিয়ামের একটি মাছ প্রায় মরার মতো এক পাশে উল্টে পড়ে ছিল, দুই দিন ধরে নড়াচড়া করছিল না।
হঠাৎ মনে হলো, পানিতে হাত রেখে তিব্বে নববীর কিছু আমল পড়ে ফু দিই। তাই করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! কিছুক্ষণ পর দেখি, মাছটি পুরোপুরি সুস্থ! চিনতেই পারছিলাম না কোনটি অসুস্থ ছিল। সুবহানাল্লাহ!"
আরেকজন বোন লিখেছেন:
"আমার ভার্সিটির এক জুনিয়র বোনের চোখে ইনফেকশন হয়। এক রাতে প্রচণ্ড ব্যথায় সে অস্থির হয়ে কাঁদছিল। আমি খবর পেয়ে রাত ১১টায় গিয়ে রুকইয়াহ ১-৮ পড়ে দিই। মাত্র ২ মিনিটের মধ্যেই ব্যথা গায়েব! সে গভীর ঘুমে চলে যায়। আলহামদুলিল্লাহ!"
এতগুলো কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই। কুরআনের মু'জিযা এগুলো। কোন ব্যক্তির জন্য বিশেষ নয়।

রুকইয়াহর দুআ পড়তে অনেক বেশি আমলদার হওয়া লাগবে, অনেক বেশি বুজুর্গ হওয়া লাগবে ইত্যাদি- এগুলো শয়তানের ধোঁকা। বিশ্বাসের সাথে আমি পড়লেও যেমন কাজ হবে আপনি পড়লেও তেমন কাজ হবে। কারণ এই কাজ তো আমার বা আপনার কথার দ্বারা হচ্ছে না বরং এটা আল্লাহর কালামের দ্বারা হচ্ছে, রাসুলের হাদিসের দ্বারা হচ্ছে। তাছাড়া, কেউ যদি কুরআনের মুজেজা দেখতে চান তবে তাকে রুকইয়াহ করা শিখতে হবে।

আমার স্কুলের এক বাচ্চাকে দেখে একদিন আমাদের কয়েকজন উস্তাদ সন্দেহ করলেন যে রুকইয়াহ বিষয়ক কোনো একটা সমস্যা থাকতে পারে। তারপর ঐ বাচ্চার বাবা-মা আমার অফিসে আসলেন। আমি কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করছিলাম। যখন সুরা বাকারার ১০২ নম্বর আয়াতের এই অংশ তেলাওয়াত করতে লাগলাম যার অর্থ এরকম ছিলো: "অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।" তখন ঐ বাচ্চার মার প্রচণ্ড বমির ভাব আসছিলো এবং শরীর কাপঁছিলো। আয়াতের অর্থ অনুসারে আমি বললাম "আপনাদের কি হাজবেন্ড-ওয়াইফের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়?" তখন বললো, "শুধু ঝগড়াই হয় না বরং সেপারেশনের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।" এগুলো মূলত কুরআনের আয়াতের মু'জিযা।

তবে হ্যাঁ, আমি শুধু আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। অন্য কেউ সাহায্য চাইলে তাকে শিখিয়ে দেই যাতে তিনি নিজে নিজে রুকইয়াহ করতে পারেন। কারণ কুরআনের এই আয়াতগুলো সবার জন্য। যে পড়বে তারই কাজ হবে।

ভূমিকার শুরুতে যে বিষয়ের অবতারণা করেছিলাম- কাউকে যদি আমি শিরক থেকে বাঁচাতে চাই তবে মিনিমাম দুটি ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমত প্রত্যেক এলাকায় রুকইয়াহ বিষয়ক লোক থাকতে হবে এবং রুকইয়াহর খরচ কমাতে হবে। আমার এই বইয়ের উদ্দেশ্য এটাই, ঘরে ঘরে যাতে তিব্বে নববির চর্চা দ্বিতীয়বার শুরু হয়ে যায়। মাথা ব্যথা করলে প্যারাসিটামল খেতে হয় এটা যেমন সবাই জানে, ঠিক তেমনই প্রাইমারি লেভেলের রুকইয়াহ বা তিব্বে নববিও সবার জেনে রাখা দরকার। তবে হ্যাঁ, সার্জারির জন্য যেমন স্পেশালিস্ট প্রয়োজন হয় তেমন এই লাইনেও কিছু বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে। প্রত্যেক এলাকায় যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ থাকবে তখন মানুষের খরচ কমবে এবং কাছাকাছি সেবাও পাওয়া যাবে। আমরা তখন বলতে পারব যে উম্মতকে আমরা শিরক মুক্ত করার চেষ্টা করছি।

এই বইয়ে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকটি বিষয় আমি কম বেশি নিজের উপর এবং আত্মীয় স্বজনের উপর প্রয়োগ করে ফলাফল পেয়েছি। তারপর বইতে উঠিয়েছি। এই বইটির মাধ্যমে যদি কিছু সংখ্যক ব্যক্তিও শিরক থেকে মুক্ত হয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, এই বইয়ের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে আমি মনে করব ইনশাআল্লাহ।

বইটি যেহেতু একটি সংকলিত গ্রন্থ, তাই এই বইটি লেখার জন্য অনেক বই, তথ্য, পুস্তিকা-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ঐ সমস্ত বইয়ের লেখক, প্রকাশকসহ সকল সম্লিষ্টদের কবুল করুন। এছাড়া 'আইওএম' -এর অনেক শিক্ষার্থী বইটি সম্পাদনার কাজে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন।

দ্বীনের একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে বইটিতে কোন ধরণের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি পাওয়া গেলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বান্দা
খন্দকার মারজুহ

শয়তানের সাথে যুদ্ধ

শয়তান আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। তবে শুধু তাদের ব্যতীত যারা আল্লাহ ও রাসুলের দেখানো পথ মেনে চলবে। তবে যারা শয়তানের হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে শয়তানের মাথাব্যথা নেই। যেমন: একজন মূর্তি পূজারি। সে শয়তানেরই পূজা করছে। তাই তাকে নিয়ে শয়তানের কোনো চিন্তা নেই।
শয়তান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বিভিন্ন ধরনের শক্তি চেয়ে নিয়েছিল। হাদিস অনুযায়ী: আল্লাহর যেমন আরশ আছে, শয়তানের আরশ হলো সমুদ্রের উপর। আল্লাহ যেমন ওহি পাঠান, শয়তানও ক্বারিন জিন বা শয়তানের মাধ্যমে মেসেজ পাঠায়। আল্লাহ যেমন মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, শয়তান মানুষের শিরায়-উপশিরায় চলাচল করতে পারে। তবে আল্লাহর সাহায্য, কুরআনের শক্তি এগুলোর সামনে শয়তানের সমস্ত জাল মাকড়সার জালের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কেননা শয়তানের এই শক্তিতো আল্লাহর পক্ষ থেকেই। শয়তান অবশ্যই জাহান্নামি।
আর একটি বিষয়, আমাদের ধারণা আমাদের অনেকের শরীরে জিন ভর করে। বিষয়টি এমন নয়। জিনেরও আমাদের মতো ইবাদত, বন্দেগি ইত্যাদি স্বাভাবিক কার্যক্রম রয়েছে। আমাদের শরীরে যে ভর করে সে হলো শয়তান। জিন নয়। হতে পারে সে জিনের বেশে এসেছে। তাই আমাদের যুদ্ধ শয়তানের সাথে জিনের সাথে নয়।
প্রত্যেক মানুষের শরীরে ১ জন ক্বারিন ফেরেশতা ও ১ জন ক্বারিন শয়তান থাকে। মৃত্যুর পর ক্বারিন ফেরেশতা আমল অনুযায়ী ইল্লিয়িন অথবা সিজ্জিন-এ চলে যায়। আর ক্বারিন শয়তান মৃতের কবর অথবা অন্য কোন খারাপ জায়গায় অবস্থান করে।
বিভিন্ন সময় মানুষ হিসেবে আমরা শারীরিক বিভিন্ন রোগের পাশাপাশি, ডাক্তারি চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় সম্ভব নয় এমন কিছু রোগের শিকার হই।

১. বদনজর: অন্য কোন মানুষের খারাপ নজর অথবা শয়তানের খারাপ নজরের ফলে অসুস্থতা।
২. সিহর: জাদু, ব্ল্যাক ম্যাজিক ইত্যাদির ফলে যে অসুস্থতা।
৩. জিন-শয়তান: যখন শয়তান সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে।

যে রোগের সমস্যাগুলো না কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের টেস্টে ধরা পড়ে, না কোনো সাধারণ ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারে। সকাল বিকাল হেফাজতের আমলগুলো করার দ্বারা এগুলো থেকে বাঁচা সম্ভব।
শয়তান মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রথমে আক্রমণ করে জরায়ুতে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে প্রথম আক্রমণ করে পাকস্থলীতে। এরপর এখান থেকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছায়। শয়তান ব্রেনের দুই খণ্ডের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করে পুরো শরীর নিয়ন্ত্রণ করে।

- ঘরে ঘরে আজকাল জিন শয়তানের এত বেশি সমস্যার কয়েকটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. টয়লেট হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিন বা শয়তানের আবাসস্থল। তার মানে আমাদের রুমগুলোর সাথে শয়তানেরও থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। শয়তান আমাদের রুমমেট। শয়তান সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে টয়লেট থেকে। তাই টয়লেটে প্রবেশের দুআ অবশ্যই পড়তে হবে। দুআ পড়ে টয়লেটে গেলে শয়তান আমাদেরকে দেখতে পায় না। খালি মাথায় টয়লেটে না যাওয়া। টয়লেটের দরজা অবশ্যই খোলা না রাখা। যাদের সামর্থ্য আছে নতুন করে বাসা বানানোর সময় শয়তানকে রুমমেট না বানানোর নিয়ত করতে পারি। রুমের সাথে প্রয়োজনে ওযুখানা অথবা গোসলখানা রাখা যেতে পারে। আর এক বা একাধিক টয়লেট, ফ্ল্যাটের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় রাখা যেতে পারে।

২. মোবাইলের অবাধ ব্যবহার, ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে চোখের যেনা করার ফলে শয়তান ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পায়। কিছু কিছু গেম ও ভিডিওর আওয়াজের মধ্যে গোপনভাবে সিহরের আশ্রয় নেওয়া হয়, যার ফলে নেশা তৈরি হয়। আজকাল ঘরে ঘরে শয়তানের আক্রমণের একটি প্রধান কারণ এই স্মার্টফোন। এই যুগে কেউ যদি অল্প আমল করেন এবং বাটন ফোন ব্যবহার করেন তবে তিনি আল্লাহর অনেক পছন্দনীয় ব্যক্তি হতে পারেন। অন্যদিকে, কাউকে অনেক দ্বীনদার মনে হলেও স্মার্টফোন ও ফেসবুক ব্যবহার করলে তার জন্য আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি হওয়া অনেক কঠিন। ফিজিক্যালি একজন নন মাহরামকে দেখলে যেমন পাপ হয়, মোবাইলে দেখলেও ওলামায়ে কেরামের মতে একই পাপ হয়। এই ডিভাইসগুলো মূলত পাপ কাজ করার জন্যই তৈরি হয়েছে। তবে কেউ যদি শুধুমাত্র স্মার্টফোনকে ক্লাসের কাজে ব্যবহার করে এবং ফেসবুক, ইউটিউব ব্যবহার না করে, সেক্ষেত্রে এটি ভালো হতে পারে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত আলেমে দীন হযরত মাওলানা মুফতি তাকি উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, "যার নিজের উপর এই আস্থা নেই যে, নিজেকে চোখের ফিতনা থেকে হেফাজত করতে পারবে, তার জন্যে স্মার্টফোন ব্যবহার করা জায়েজ নেই।

৩. খাবার খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে খাবার না খেলে শয়তান খাওয়াতে শরীক হয়। বিশেষ করে খোলা খাবার না খাওয়া। বাহিরের খোলা খাবারে কারও বদনজর লাগলে সেই খাবার খাওয়ার দ্বারা পেটে সমস্যা হতে পারে। তবে বিসমিল্লাহ বললে সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

৪. যে-কোনো রুমে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করলে শয়তান পালিয়ে যায়। বিশেষ করে যেখানে মানুষ থাকে না সেখানে শয়তান অবস্থান করে। তাই অনেকদিন খালি পড়ে আছে এমন রুমে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করা।

৫. বাচ্চাদের পেশাব, পায়খানার ময়লা কাপড় রুমে ফেলে না রাখা। এতে করে ঘরের মধ্যে শয়তানের বাসা তৈরি হয়।

৬. বাসায় ময়লার ঝুড়ি ঢেকে রাখা।

৭. হাজবেন্ড, ওয়াইফের বিশেষ সময় অবশ্যই দুআ পড়া, তা না হলে শয়তানও শরীক হয়।

৮. হাই আসলে মুখে হাত না দিলে শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।

৯. কোন গর্তে পেশাব না করা।

১০. সন্ধ্যার সময় ও রাতে বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করতে হবে। ভরদুপুর ও সন্ধ্যায় বাচ্চাদের ঘরের বাইরে না রাখা।। এই সময় শয়তান চলাচল করে।

১১. ফজর থেকে এশরাক ও মাগরিবের কিছু সময় আগে ও পরে না ঘুমানো।

১২. সন্ধ্যায় বা মাগরিবের নামাজের পরপর, মধ্য দুপুরের সময় নারী এবং শিশুদের খুব প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে থাকা উচিত নয়।

১৩. নারীদের ব্যবহৃত একান্ত কাপড়, পিরিয়ডের প্যাড/ ন্যাপকিন, চুল এগুলা উন্মুক্ত স্থান এবং যেখান সেখানে না ফেলা। এগুলার মাধ্যমে খবিশ জিনরা ক্ষতি করতে পারে।

১৪. রাতের বেলা গরম বা ঠান্ডা পানি বাইরে ছুড়ে না মারা।

১৫. রাসূল ﷺ একটি সহজ উসুল (মূলনীতি) বর্ণনা করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন- কোনো ক্ষতিকর প্রাণী যেমনঃ সাপ দেখলে আমরা যেন তিনবার বলি, "তুমি জিন হলে এখান থেকে চলে যাও"। যদি এরপর তারা না যায় তখন আঘাত করে মেরে ফেলা বা দূর করে দেওয়া যায়।

শয়তানকে যখন আমরা ঘরে ডেকে নিয়ে আসি

আজকাল কিছু গেম যেমন "চার্লি চার্লি" বা "ব্লাডি ম্যারি" শিশু-কিশোরদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মজার ছলে শুরু হলেও এগুলো মূলত জিন বা শয়তান ডাকার পদ্ধতি, যা ঈমান ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

অনেক দ্বীনদার পরিবারেও বাচ্চারা না জেনে এসব খেলায় অংশ নিচ্ছে। রাত ১২টার পর মোমবাতি জ্বালিয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, অদৃশ্য সত্তাকে ডাকতে হয়। এসব আসলে শয়তানের জগতে প্রবেশের পথ। তারা জানে না, এগুলো প্ল্যানচেট বা উইজা বোর্ডের মতোই জিন ডাকার কৌশল।

আমাদের খুব কাছাকাছি এলাকায় এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বাচ্চারা "চার্লি চার্লি" খেলায় অংশ নেওয়ার ফলে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে। এরপর ওই বাসায় নানা ধরনের অস্বাভাবিক সমস্যা দেখা দেয়। একদিন কোনো কারণ ছাড়াই বাসার মধ্যে হাঁটু সমান পানি জমে যায়। পরে হঠাৎ একদিন সেই ফ্ল্যাটে আগুন ধরে যায়, এবং পুরো বিল্ডিংয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারটি বিপদের মধ্যে পড়ে যায় এবং এক পর্যায়ে আমাদের কাছে সেই ঘটনার ভিডিও পাঠায়। শেষ পর্যন্ত পরিবারটি এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়।

এরকমই আরেকটি খেলা হলো "পাতা খেলা" যা একটি তান্ত্রিক খেলা। এতে এক পক্ষে থাকে "পাতা" (মানুষ), আরেক পক্ষে থাকে "তান্ত্রিক", যারা মন্ত্র ও বাণ ব্যবহার করে। তারা মাঝখানে দাঁড়ানো কিছু মানুষকে জাদু ও বাণ দিয়ে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করে । এটি কেবল বিনোদন নয় বরং শয়তান ও অদৃশ্য জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি পথ।

শয়তান আমাদের শত্রু, খেলনার মতো কিছু নয়। আমাদের দায়িত্ব, যেন আমাদের সন্তানেরা এসবের মধ্যে না জড়িয়ে পড়ে।

এছাড়াও, আজকের অনেক জনপ্রিয় কার্টুন যেমন ডিজনির অনেক কনটেন্ট (মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, গুফি, প্লুটো, স্নো হোয়াইট ও সাত বামন, সিন্ডারেলা, স্লিপিং বিউটি, দ্য লিটল মারমেইড, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট, আলাদিন, পোকাহন্টাস, মুলান, ট্যাঙ্গল্ড, ফ্রোজেন, মোয়ানা, দ্য লায়ন কিং, ব্যাম্বি, ডাম্বো, ১০১ ডালমেশিয়ানস, জুটোপিয়া, দ্য জাঙ্গল বুক, ফাইন্ডিং নিমো, রাটাটুলি, টয় স্টোরি, কারস, মনস্টার্স ইনক, ইনসাইড আউট, লুকা, টার্নিং রেড, বিগ হিরো ৬, স্পাইডার-ম্যান (কার্টুন), এক্স-মেন (কার্টুন))—খুব সূক্ষ্মভাবে শিশুদের শয়তানের উপাসনা, কুফরি ও অশ্লীলতা শেখাচ্ছে। ফলে বাচ্চাদের মনে ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হচ্ছে।

এছাড়া জাপানিজ বিভিন্ন এনিমে (ডরেমন, পকেমন, নারুটো, ডেথ নোট, ড্রাগন বল জি ইত্যাদি), বিটিএস, বিভিন্ন মিউজিক ব্যান্ড ইত্যাদিও মূলত সূক্ষ্মভাবে শয়তানের প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।

আমরা অনেক সময় মনে করি, সাময়িক শান্তির জন্য বাচ্চাদের হাতে মোবাইল তুলে দিলে তারা চুপ থাকে। কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের ধ্বংসের একটি মাধ্যম।

একজন ব্যক্তি, যার নাম ছিল রোজার মর্নিও, নাবিক হিসেবে কাজ করতেন এবং তাঁর বাড়ি ছিল কানাডায়। ঘটনাক্রমে তিনি শয়তান-উপাসকদের একটি গোপন দলের সঙ্গে পরিচিত হন, যারা দাবি করত যে শয়তান সরাসরি উপস্থিত হয়ে তাদের বিভিন্ন কাজ করে দিত। তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার "A Trip to the Supernatural" শিরোনামে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার একটি ভিডিওতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, শয়তান বলেছিল:

"আমি পৃথিবীর শুরু থেকেই আছি। অধিকাংশ বিজ্ঞানীকে আমি গড়ে তুলেছি। ডারউইনের বানর থেকে মানুষ হওয়ার তত্ত্ব আমার তৈরি। আমি মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ফেরেশতা ও শয়তানের ধারণা মুছে দিয়েছি।"

আজকের ফ্রিম্যাসন ও ইলুমিনাতি সংগঠনগুলো বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আর তাদের পেছনে আছে শয়তান।

শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ আমাদের তাঁর হাত থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

শয়তান কেন আমাদের শত্রু?

• যা কিছু অকল্যাণকর, খারাপ সমস্ত কিছু আসে শয়তান থেকে।

আমাদের যত সমস্যা হয়, প্রথমেই ধরে নিতে হবে সমস্যাটা হয়েছে শয়তান থেকে। সমস্যা সমাধান করেন আল্লাহ, সমস্যায় ফেলে দেয় শয়তান (আল্লাহর শক্তি দিয়ে)। মনে করেন আপনার বাবু রাত ৩টায় অনেক জোরে কান্না করছে। আপনি হয়তো নানান রকম চিন্তা করছেন। সব চিন্তার আগে রুকইয়াহর কিছু দুআ পড়ে দেখেন। বাবুর কান্না থেমে যাবে, ইনশাআল্লাহ। মনে করেন আপনার হাজবেন্ড বা ওয়াইফ আপনার উপর কারণে অকারণে রাগ করছে। কারণটা সামনে না এনে উনাকে সামনে বসিয়ে রুকইয়াহ আম্মা একবার বিশ্বাসের সাথে পড়ে ফেলেন, দেখবেন ইনশাআল্লাহ রাগ চলে গেছে। কথাগুলো আমি বানিয়ে বলছি না, সবগুলো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

• রোগ হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। শিফা আসে আল্লাহর তরফ থেকে।

ইয়াকুব (আ.) এর বংশধর হিসেবে আয়ূব (আ.) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি অতি ধনী ছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর আন্তরিকতা ও ভক্তি দেখে শয়তান ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল। সে আল্লাহর একজন ফেরেশতার সাথে বাজি ধরে বলল, "আপনি যদি আয়ূব (আ.)-কে পরীক্ষা করেন, তাহলে সে আর আল্লাহর ইবাদত করবে না।" শয়তান আল্লাহর অনুমতি নিয়ে আয়ূব (আ.)-কে কঠিন পরীক্ষায় ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। শয়তানের চালবাজিতে আয়ূব (আ.)-এর শরীরে ভয়ানক রোগ বাসা বেঁধে নিল। ধন-সম্পত্তি, স্বাস্থ্য সবই হারিয়ে ফেললেন তিনি। কিন্তু এত সব বিপদ-আপদের মধ্যেও আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর আস্থা অবিচল ছিল। তাঁর ধৈর্য ও বিশ্বাস কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।
এভাবে অনেক দিন কষ্ট সহ্য করার পর একদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ করলেন, "হে আয়ূব! তুমি এই পাথরে আঘাত কর।" আয়ূব (আ.) যখন পাথরে আঘাত করলেন, তখন সেখান থেকে ঠান্ডা পানি বের হতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই পানি দিয়ে গোসল এবং পান করতে বললেন। আয়ূব (আ.) যখন সেই পানি দিয়ে গোসল এবং পান করলেন, তখন তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। এখান থেকে কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত আয়ূব (আ.) এর রোগ হলো শয়তানের চক্রান্তের ফলে। দ্বিতীয়ত আল্লাহর ইচ্ছায় পানি পান এবং গোসলের মাধ্যমে সুস্থ হলেন। ঠিক একইভাবে রুকইয়াহর সময়ও রুকইয়াহর পানি পান করা ও গোসলের মাধ্যমে শিফা লাভ করা যায়।

সকাল ও সন্ধ্যা অথবা ফজর ও মাগরিবের হেফাজতের আমল

প্রতিদিন যেমন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ফেরেশতাদের বাহিনী চেঞ্জ হয়, ঠিক একইভাবে শয়তানের বাহিনীও দুইবার চেঞ্জ হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়। তাই সকালের আমলগুলো সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সন্ধ্যার আমলগুলো মাগরিবের আগে অথবা পরে করতে হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে মাগরিবের পর যে হেফাজতের আমলগুলো করা হয় এগুলোর দ্বারা সাধারণত ফজর পর্যন্ত হেফাজত হয়। আবার ফজরের পর সূর্য ওঠার আগে যেগুলো করা হয়, সেগুলোর দ্বারা সাধারণত মাগরিব পর্যন্ত হেফাজত হয়। ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জেগে থাকা। সূর্যোদয়ের আগে কোনোমতে না ঘুমানো। এই আমলগুলো মহিলাদের শারীরিক অসুস্থতার সময়ও করা। অসুস্থতার সময়েও এই আমলগুলো দুআ হিসেবে পড়া যাবে। কারণ শয়তান মহিলাদের অপবিত্র সময়গুলোতে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে। ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা এবং মাঝে মাঝে সূরা বাকারার তেলাওয়াতের অডিও ছেড়ে রাখা। সব সময় হেফাজতের আমলগুলো বাচ্চাদের সামনে জোরে জোরে করে বাচ্চাদের গায়ে ফুঁ দিলে, তাদেরও হেফাজতের জন্য কাজ করবে।

হেফাজতের আমলগুলো শেখার জন্য ভিডিও: https://youtu.be/88fdXEb817o

প্রাথমিক স্তর (সাধারণ নিরাপত্তা): সর্বনিম্ন আমল: সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী

যদি আপনার কোন রুকইয়াহ বিষয়ক সমস্যা না থেকে থাকে এবং নামাজের পর কম সময় দিতে পারেন, তবে এই আমলগুলো দিয়ে শুরু করতে পারেন। এই আমলগুলো ইনশাআল্লাহ হেফাজতের জন্য কাজ করবে। তবে এই স্তরের আমলগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে নিচের আমলগুলো শুরু করতে হবে।
(নিচের প্রতিটি দুআর ক্ষেত্রে অবশ্যই আরবি দেখে পড়তে হবে কেননা আরবি হরফের উচ্চারণ কখনোই বাংলাতে লেখা সম্ভব নয়। ভুল উচ্চারণ করলে অর্থ বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে)

হেফাজতের আমল-১

সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

(আয়াতুল কুরসি সব নামাজের পরই ১ বার করে পড়তে হবে।)

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ: আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হু-ওয়াল হাই-য়্যুল কাই-য়্যুম। লা তা-খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা না-উম। লাহু মা ফিস-সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আর-দ্ব। মান যাল্লা-যী ইয়াশ-ফাউ ই-ন্দাহু ইল্লা বিইজ-নিহ। ইয়া-লামু মা-বাইনা আইদি-হিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহি-তূনা বিশাইয়িম্ মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ' ওয়াসি-আ' কুরসিইয়্যুহুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালা ইয়াউ-দুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিই-য়্যুল আ-জিম।'

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে, সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসি (সিংহাসন) সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

হেফাজতের আমল-২

হাদিসের দুআ: সকাল সন্ধ্যায় ৩ বার করে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত্তামাতি মিন শাররী মা খলাক্ব।
অনুবাদ: আমি আল্লাহর পূর্ণ বাণীতে আশ্রয় চাই তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।
ফজিলত: আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে কোনো স্থানে গিয়ে এই দুআ পাঠ করবে, সে সেখানে অবস্থান করা পর্যন্ত সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

হিফাজতে আমল-৩

হাদিসের দুআ: সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার করে

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদ্বুরুক মা'আস্‌মিহী শাইউন ফিল্ আরযি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম।

অনুবাদ: আমি আল্লাহর নামে সাহায্য প্রার্থনা করছি যার দ্বারা জমিন ও আসমানের কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

ফজিলত: আমাদের প্রিয় নবি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার এই দুআ পাঠ করবে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

হিফাজতে আমল-৪

সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস: সকাল সন্ধ্যায় ৩ বার করে

(তিন ফুল ফজর ও মাগরিবের পর ও বাম ফরজ আর অন্য ও ওয়াক্ত নামাজ জোহর, আসর ও এশার পরও ১ বার করে পড়তে হবে।)

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা নাস	সূরা ফালাক	আল ইখলাস
(١) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ	(١) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ
(٢) مَلِكِ النَّاسِ	(٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ	(٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ
(٣) إِلٰهِ النَّاسِ	(٣) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	(٣) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
(٤) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	(٤) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ	(٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
(٥) اَلَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ	(٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	
(٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ		

উচ্চারণ: কুল আউযু বিরব্বিন্নাস-মালিকিন্নাস-ইলাহিন্নাস-মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খন্নাস-আল্লাযি ইউওয়াসবিসু ফি সুদুরিন্নাস-মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ: বলুন, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধীশ্বরের, মানুষের উপাস্যের, তার কুমন্ত্রণার অমঙ্গল হতে, যে সুযোগ মতো আসে ও সুযোগ মতো সরে পড়ে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিন বা মানুষের মধ্য থেকে।

উচ্চারণ:কুল আ'ঊযু বিরব্বিল্ ফালাক্ব - মিন্ শার্ রিমা-খলাক্ব - ওয়ামিন্ শাররি গ-সিক্বিন্ ইযা-ওয়াক্বাব্ - ওয়ামিন্ শাররি ন্নাফ্ফা-ছা-তি ফিল্ 'উক্বদ্ - ওয়ামিন্ শাররি হা-সিদিন্ ইযা-হাসাদ্

অর্থ: বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

উচ্চারণ: কুল হুওয়াল্লা হু আহাদ - আল্লা হুসসামাদ - লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ - ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ: ১. বলুন, তিনি আল্লাহ (যিনি) অদ্বিতীয় ২. আল্লাহ সবার নির্ভরস্থল ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি ৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

হিফাজতের আমল-৫

শয়তানের প্রভাব থেকে সুরক্ষা: সকাল সন্ধ্যায় ১০০ বার করে

(তবে কোন সমস্যা না থাকলে ১০ বার করে পড়লেও হবে)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর

অনুবাদ: আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই যিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই জন্য এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং তিনিই সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন।

হিফাজতের আমল-৬

সূরা তাওবাহ ১২৯ নং আয়াতের অংশ: সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার করে

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়া, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়াহুয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযীম

অনুবাদ: আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, আমি কেবল তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের মালিক।

ফজিলত: যে ব্যক্তি দুআটি সকালবেলা সাতবার এবং বিকালবেলা সাতবার বলবে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তাভাবনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। (সুনানে আবি দাউদ)

উপরিউক্ত দুআগুলো পড়ার পর হাতে ফুঁ দিয়ে পুরো শরীরে তিনবার দম করা বা হাত বোলানো। সেখানে অবস্থান করা পর্যন্ত সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

দ্বিতীয় স্তর (বিশেষ নিরাপত্তা):

যদি আপনার রুকইয়াহ বিষয়ক সামান্য কিছু সমস্যা থাকে অথবা আশংকা করছেন তবে ১ম স্তরের সাথে এই আমলগুলো যোগ করতে হবে। তবে ১মগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী।

হেফাজতে আমল-৭

শয়তান থেকে রক্ষার জন্য দুআ : সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আউযুবিল্লাহিস সামিয়িল আ'লিমী মিনাশ শায়ত্বনির রজীম।
অনুবাদ: আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
ফজিলত: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে এই দুআ পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

হেফাজতে আমল-৮

বদ নজরের দুআ: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

উচ্চারণ: আল্লহুম্মা আযহিব হা'রহা ওয়া বারদাহা ওয়া ওয়া সবাহা।
অনুবাদ: হে আল্লাহ! তাপ, ঠান্ডা এবং খারাপ চোখের কঠিন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দূর করুন।
পুণ্য: একজন ব্যক্তি একটি বদ নজর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সা.) সেই ব্যক্তির বুকে হাত রেখে এই দুআ পাঠ করলেন।

হেফাজতে আমল-৯

কালো জাদু থেকে রক্ষার জন্য: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ
الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَآءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا
وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ

উচ্চারণ: আউযুবি ওয়াজহিল্লাহিল আ'জীমিল্লাযী শাইসা শাইয়ুন আ'যমা মিনহু ওয়াবিকালিমাতিল্লাহি তিহ্বাম্মাতিল্লাতি লা ইউজাবি'হুন্না বারুন ওয়ালা ফাজির,ওয়া বিআসমা ইল্লাহিল হুসনা কুল্লিহা মা আ'লিমতু মিনহা ওয়ামা লাম আ' লাম মিন শাররি মা খলাক ওয়াযারা-আ/ওয়া বারা-আ'
অনুবাদ: আমি সেই আল্লাহর মহান সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাঁর চাইতে কোন বস্তুই বড় নয়। আর তাঁর পূর্ণ কলেমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার আগে কোন ভাল কিংবা মন্দ যেতে পারে না, আর তাঁর সমুদয় সুন্দর নামের আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমার জানা আছে এবং যা আমার জানা নেই; সেই সৃষ্টির অপকারিতা হতে, যা সৃষ্টি করেছেন এবং বিস্তৃত করেছেন।
ফজিলত: ক'ব' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব আল আহবার বলেছেন, যদি আমি এ বাক্যগুলো না বলতাম, তবে ইয়াহুদীরা নিশ্চয়ই আমাকে গাধা বানিয়ে ফেলতো। সকালে/সন্ধ্যায় করা হলো, সে বাক্যগুলো কি? তিনি বলেন, এই দুআ।

হেফাজতে আমল-১০

জাদু/ কালো-জাদু ইত্যাদি থেকে সুরক্ষা: সকাল সন্ধ্যায় ৩ বার করে

সকাল

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَآءَ أَنْ
تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

সন্ধ্যা

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَآءَ أَنْ
تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

উচ্চারণ: আসবাহনা ওয়া আসবাহাল (/আমসাইনা ওয়া আমসাল) মুলকু লিল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, আউযুবিল্লাহিল্লাযি ইয়ুমসিকুসসামা-আ আন তাক্বয়া' আ'লাল আরদী' ইল্লা বিইযনিহি মিন শাররি মা খলাক ওয়া যারআ, ওয়ামিং শাররিশ শায়ত্বনি ওয়া শিরকিহ।
অনুবাদ: আমরা এবং পুরো রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর কাছে যিনি সৃষ্টির মন্দ থেকে এবং যেটা বিস্তার লাভ করে তার মন্দ থেকে এবং শয়তান ও তার শিকের মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করেন।

হেফাজতের আমল-১১

বিপদ ও ভয়ের সময়ে দুআ: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে আমাদের শত্রুদের সামনে রাখি (আমাদের সুরক্ষার জন্য) এবং আমরা তাদের ক্ষিতনা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

ফজিলত: আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ (সা.) যখন কারো কাছ থেকে কোনো বিপদ অনুভব করতেন তখন তিনি এই দুআ পাঠ করতেন।

হেফাজতের আমল-১২

অসুখ থেকে সুরক্ষার জন্য: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি আর্কীক, মিন কুল্লি শাইইন ইউ'যীক, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি 'হা-সিদিন, আল্লা-হু ইয়াশফীক, বিসমিল্লা-হি আর্কীক। (মুসলিম: ৫৮৯৯, আবু সাঈদ)

অনুবাদ: আল্লাহর নামে আমি আপনার উপর পাঠ করি এমন সমস্ত জিনিস থেকে (নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য) যা আপনাকে ক্ষতি করবে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে বা হিংসাপূর্ণ চোখের মন্দ থেকে। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আল্লাহর নামে আপনার উপর তিলাওয়াত করছি।

ফজিলত: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, 'জিবরীল (আ) নবি (সা.) এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল তখন এই দুআটি পড়লেন।'

হেফাজতের আমল-১৩

হাদিসের দুআ: সকাল সন্ধ্যায় ৩ বার করে

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম্'ঈ আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাসারী। লা ইলা-হা ইল্লা আনতা।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই।

ফজিলত: আমাদের প্রিয় নবি (সা.) প্রতিদিন সকালে তিনবার এই দুআ পাঠ করতেন।

তৃতীয় স্তর (ঈমানের নিরাপত্তা)

যদি আপনার রুকইয়াহ বিষয়ক সমস্যা থাকে, কিংবা জিন-শয়তান আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তবে উপরের ১ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে।

হিফাজতের আমল-১৪

ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার দুআ: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

(সকালে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার পাঠ করুন।)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণ: ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি ছাব্বিত কলবিই আ'লা দ্বীনিক।

অনুবাদ: হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন।

ফজিলত: শাহর ইবনু হাওশাব (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ (রা.)-কে আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, রাসুল (সা.) আপনার কাছে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় কোন দুআটি পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তার অধিকাংশ সময় এই দুআটি।

হিফাজতের আমল-১৫

দুঃখ ও কষ্ট দূর করার দুআ : সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

উচ্চারণ: ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া কয়্যুমু বিরহ'মাতিকা আসতাগী'ছ

অনুবাদ:ওহে চিরঞ্জীবী স্ব-অস্তিত্বশীল! আমি আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার সাহায্য চাই।

ফজিলত: আনাস বিন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, নবি (সা.) কোনো উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় পড়লে বলতেন, 'হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার রহমতের অসিলায় (তোমার নিকট) সাহায্যের আবেদন করছি।'

হিফাজতের আমল-১৬

জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুআ: সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার করে

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র।

অনুবাদ:হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

ফজিলত: মুসলিম বিন হারিস আত-তামীমী বলেন, একবার আমাদের প্রিয় নবি (সা.) আমাকে ফিসফিস করে বললেন, যখন তুমি তোমার মাগরিবের সালাত শেষ করবে তখন এই দুআটি সাতবার পড়বে। যদি তুমি এই দুআ পাঠ করো এবং সেই রাতে চলে যাও তবে জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার মুক্তি লেখা হবে। আর যখন তুমি ফজরের সালাত শেষ করবে তখনও অনুরূপ বলবে, অতঃপর তুমি যদি ঐ দিন মারা যাও তাহলে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লেখা হবে।

হিফাজতের আমল-১৭

দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আরাম: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্'আলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফিদ্ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের আফিয়া (স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম) কামনা করছি।

ফজিলত: ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে কখনো এই দুআ পড়া ত্যাগ করতেন না।

হেফাজতের আমল-১৮

চারটি জিনিস থেকে সুরক্ষা: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল আরবা', মিন ইলমি লা ইয়ানফা', ওয়া মিন কলবিল লা ইয়াখশা' , ওয়া মিন নাফসিল লা তাশবাআ', ওয়া মিন দুআ'ইন লা ইয়ুসমাআ।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চারটি বস্তু হতে আশ্রয় চাই- এমন জ্ঞান যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় যা ভীত হয় না, এমন আত্মা যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ যা কবুল হয় না।

আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এই দুআ পড়তেন।

হেফাজতের আমল-১৯

সকল প্রকার আরাম: সকাল সন্ধ্যায় ১ বার করে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ، وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল- 'আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খিরাতি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল-'আ-ফিয়াতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর 'আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও'আ-তি। আল্লা-হুম্মাহফাযনী মিম্বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমা-লী ওয়া মিন ফাওক্বী। ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো এবং আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পরিণত করো। হে আল্লাহ! আমাকে হেফাজত করো আমার সম্মুখভাগ থেকে, আমার পশ্চাৎভাগ থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আমি তোমার মহত্বের অসিলায় আমার নিচের দিক থেকে আমাকে ধ্বসিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ফজিলত: ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে কখনো এই দুআ পড়া ত্যাগ করতেন না। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, আহমাদ, হাকিম, ইবনে হিব্বান]

হেফাজতের আমল-২০

তিন তাসবীহ: সকাল সন্ধ্যায় ৩৩, ৩৩, ৩৪ বার করে

سُبْحَانَ اللّٰهِ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	اَللّٰهُ أَكْبَرُ
উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহ	উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহ	উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার
অনুবাদ: আল্লাহ পবিত্র।	অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।	অনুবাদ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়

হেফাজতের আমল-২১

গুনাহ মাফের দুআ: সকাল সন্ধ্যায় ১০০ বার করে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী

অনুবাদ: আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি।

ফজিলত : রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার এই দুআ পাঠ করবে তার ছোট ছোট গুনাহ মাফ হয়ে যাবে যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।

ফরজ সালাতের পর দুআ ও জিকির।

সর্বনিম্ন আমল:

প্রাথমিকভাবে অভ্যাস করার জন্য কিংবা বেশি ব্যস্ত থাকলে জিকির ১-৪ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে বাড়ানোর অভ্যাস করতে হবে।

জিকির-১

আল্লাহু আকবার: ১ বার

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ: আল্লাহ মহান

জিকির-২

আসতাগফিরুল্লা-হ: ৩ বার

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লা-হ্ ।
অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

জিকির-৩

আয়াতুল কুরসী: ১ বার

(হেফাজতের আমল ০১ দেখুন)

ফজিলত: আবু উমামা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবেনা"। [নাসাঈ, হাদিস সহিহ, সিলসিলাহ্ সহিহাহ-হাদিস ৯৭২]

জিকির-৪

হাদিস: ১ বার

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবা-রাকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম
অনুবাদ: হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার কাছ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। তুমি বরকতময়, হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদা প্রদানকারী।
সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন "রাসুল (সা.) যখন সালাম ফেরাতেন তখন তিনি তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন অর্থাৎ 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতেন। তারপর বলতেন: "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম।"
[মুসলিম ১/২১৮, আবু দাউদ ১/২২১]

দ্বিতীয় স্তরের আমল:

সর্বনিম্ন আমলগুলো অভ্যাসে চলে আসার পর উপরের আমলগুলোর সাথে নিচের আমলগুলোও করতে হবে।

জিকির-৫

তিন কুল: ১ বার

(হেফাজতের আমল ০৪ দেখুন)

জিকির-৬

হাদিস: ১ বার

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।
অনুবাদ: আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

জিকির-৭

হাদিস: ১ বার

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।
অনুবাদ: হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো তা রোধ করার এবং যা রোধ করো তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। [বুখারি, মুসলিম, সহিহ, মিশকাত ৯৬২ নং] [মুসলিম ১/২১৮, আবু দাউদ ১/২২১]

জিকির-৮

হাদিস: ১ বার

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ: লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ্।
অনুবাদ: আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফেরার এবং সৎকাজ করার শক্তি নেই। [মুসলিম, সহিহ, মিশকাত ৯৬৩ নং]

জিকির- ৯

তিন তাসবিহ: ১ বার

৩৩,৩৩,৩৪ বার করে

سُبْحَانَ اللهِ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	اَللهُ أَكْبَرُ
উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহ	উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহ	উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার
অনুবাদ: আল্লাহ পবিত্র।	অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।	অনুবাদ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়

ফজিলত: আবু হুরাইরা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য একবার "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্ দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর" পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তা সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমতুল্য হয়। [মুসলিম-১২২৮]

জিকির- ১০

দুআ: ১ বার

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ ই'ন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হু'সনি ইবাদাতিকা

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনার জিকির করতে, আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন।

জরুরী কয়েকটি মাসনুন দুআ

প্রতিটা মাসনুন দুআই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে আরোগ্য ও হেদায়েত রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ দুইটি দুআ যেগুলো হেফাজতের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে পড়তে হবে।

দুআ-১

টয়লেটে প্রবেশের দুআ

ঘরে ঘরে আজকাল জিন শয়তানের এত বেশি সমস্যার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা প্রধান কারণ রুমের সাথে টয়লেট। একসময় গ্রামগুলোতে টয়লেট বাসার বাহিরে ছিল। সেটাই উত্তম ছিল। এখন টয়লেট প্রবেশ করল ঘরে। আর আধুনিক হতে গিয়ে আমরা সেটা নিয়ে এলাম প্রতিটি রুমের ভেতরে। আর টয়লেট হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিন বা শয়তানের আবাসস্থল। তার মানে আমাদের রুমগুলোর সাথে শয়তানের থাকারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি।
শুধু তাই নয় পুরো ফ্ল্যাট ডেকোরেশনে যে অর্থ খরচ হয় তার একটা বড় খরচ হয় টয়লেট তথা নিকৃষ্ট শয়তানের ঘরটাকে সাজাতে গিয়ে। শয়তান সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে টয়লেট থেকে। তাই টয়লেটে প্রবেশের দুআ অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে। দুআ পড়ে টয়লেটে গেলে শয়তান মানুষকে দেখতে পায় না। খালি মাথায় টয়লেটে না যাওয়া। টয়লেটের দরজা অবশ্যই অবশ্যই খোলা না রাখা। টয়লেট থেকে শয়তানের আক্রমণ হয়েছে এ রকম শত শত ঘটনা রয়েছে।

টয়লেটে প্রবেশের দুআ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবাইছ।
অনুবাদ: 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে পুরুষ ও নারী শয়তানের অনিষ্ট তথা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।' [বুখারি]

দুআ-২

বিশেষ সময়ের দুআ

এই দুআটাও খুবই গুরুত্বপূর্ন। এই দুআ না পড়লে বিশেষ সময়ে শয়তানও অংশগ্রহণ করে। এবং এরকম অনেক ঘটনা এসেছে এ দুআ না পড়ার কারনে শয়তান শরীরে প্রবেশ করেছে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বনা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বনা মা রযাকতানা।
অনুবাদ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো।

হাদিসের কিছু শক্তিশালী রুকইয়াহ বা তিব্বে নববি

তিব্বে নববি বা নবির চিকিৎসা শুধু শয়তান বা জিনের বিরুদ্ধে নয়। বরং যেকোনো সাধারণ রোগের জন্যও এই চিকিৎসা কাজ করে।

কুরআনের আয়াত ও হাদিসের দুআর মধ্যে শিফা আছে। আর এই শিফা নেওয়ার জন্য বড় বুজুর্গ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিংবা রাকী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিংবা মনের ভেতরে সন্দেহ তৈরি করার দরকার নেই, আমি তো এত আমল করি না, আমার দ্বারা হবে না। দুআগুলো বিশ্বাসের সাথে পড়তে পারলেই হবে। শয়তান পড়ার সময়ও বিশ্বাসে সন্দেহ তৈরি করবে, যে তোমার পড়ার দ্বারা কিছু হবে না। এই সন্দেহ আসলেও পড়তে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই কাজ হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ এই শক্তি আমার আপনার নয় বরং কুরআন ও হাদিসের শক্তি।

যেকোনো সাধারণ রোগের জন্য (যেমন: মাথাব্যথা, পেটব্যথা, জ্বর, ডায়েরিয়া ইত্যাদি)—রোগের স্থান বা ব্যথার জায়গায় হাত রেখে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

নিজের সমস্যা হলে, নিজেই নিজের রোগাক্রান্ত স্থানে হাত রেখে নিচের দুআগুলো পড়ে আমল করবে।

রোগী যদি মাহরাম হন, তবে আপনি সরাসরি রোগীর শরীরে হাত রেখে আমল করতে পারেন।

আর যদি গায়রে মাহরাম হন, তবে রোগী নিজেই নিজের সমস্যার স্থানে হাত রাখবে, আর আপনি কেবল দুআগুলো পড়বেন।

এই সময় একটি বোতলে পানি রাখতে হবে। প্রতিটি আয়াত বা দুআ পড়ার পর সেই পানিতে ফুঁ দিতে হবে। এরপর ঐ পানি রোগী বা আপনি নিজে সারাদিনে অন্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করবেন, অথবা সরাসরি পান করা যাবে।

এই আমল সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে একবার করলেই যথেষ্ট। তবে জটিল বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য দিনে ২—৩ বার করে ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত করা যেতে পারে।

১ম ধাপ: রুকইয়াহ ১-৬
২য় ধাপ: রুকইয়াহ ১-১২
৩য় ধাপ: রুকইয়াহ ১৩- আয়াতুশ শিফা
৪র্থ ধাপ: রুকইয়াহ ১৪- রুকইয়াহ গোসল
৫ম ধাপ: রুকইয়াহ ১৫- রুকইয়াহ আম্মা

এরপরও কাজ না হলে সুন্নত হিসেবে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।
বদনজর, সিহর, জিন-শয়তান অথবা অন্য কোনো কঠিন সমস্যার জন্য ১৫ নম্বর রুকইয়াহ পুরোটা পড়লেই হবে ইনশাআল্লাহ।
রুকইয়াহ করার পূর্বের শর্ত:
১। যেখানে রুকইয়াহ করা হবে সেই ঘরে ঈমানী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যেমনঃ সর্বপ্রথম সেই ঘরকে সকল প্রকার ছবি থেকে পবিত্র করতে হবে যেন ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে।
২। সেই ঘরকে সকল প্রকার গান-বাজনা থেকে পবিত্র করতে হবে।
৩। সেই ঘরের কেউ শরীয়তের বিধান অমান্য করবে না। যেমনঃ পুরুষ সোনা পরবে না আর মহিলা বেপর্দা থাকবে না এবং কোন ব্যক্তি ধূমপান করবে না।
৪। অসুস্থ ব্যক্তির সাথে তাবীজ-কবচ, কড়ি বা এধরণের কিছু থাকলে তা খুলে জ্বালিয়ে দিতে হবে।
৫। পরিবারের সকলকেই বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী হিসেবে তৈরি করা। যেন সবাই এর জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক না রাখে।
৬। চিকিৎসা আরম্ভ করার পূর্বে নিজে এবং সহযোগী উভয়কেই ওযু করে নিতে হবে।
৭। অসুস্থ রোগী যদি মহিলা হয়ে থাকে, তবে পর্দা অবস্থায় না হলে চিকিৎসা করা যাবে না। শরীয়ত পরিপন্থী পোশাকেও চিকিৎসা করা যাবে না। যেমনঃ মুখ খোলা, সুগন্ধি ব্যবহৃত অবস্থায়, নখ বড় করা ইত্যাদি।
৯। মহিলার চিকিৎসা তার মাহরামের (একান্ত আপনজন) উপস্থিতিতে হতে হবে।
১০। মাহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষ তার সাথে থাকতে পারবে না।
১১। ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহারের মাধ্যমে চোখের যেনা হয়, যা রুকইয়াহর প্রভাব কমিয়ে দিতে পারে।
১২। সফলতার জন্যে নিজকে সকল কলুষতা ও অন্যের প্রতি সকল আস্থা থেকে মুক্ত রাখবে। আর একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা উপরেই আস্থা রাখবে।

তিব্বে নববি দুআগুলি শেখার জন্য ভিডিও:
youtube.com/watch?v=OPYprrf4INU

রুকইয়াহ-১

যেকোনো রোগের জন্য: সূরা ফাতিহা: ৭ বার

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহর একটি উপকারী পদ্ধতি:
এ পদ্ধতিতে সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াত পাঠ করে প্রতিবার অল্প অল্প করে পানি পান করতে হয়। এতে আয়াতের প্রভাব ধীরে ধীরে শরীরে পৌঁছায়, যা রোগ নিরাময়ে সহায়ক হতে পারে, ইন শা আল্লাহ।

ফজিলত: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা সব রোগের মহৌষধ।'- (সুনানে দারেমি, হাদিস ৩৪১৩; মিশকাত, হাদিস ২১৭০)।
হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, কয়েকজন সাহাবি আরবের এক গোত্রে এলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোনো মেহমানদারি করল না। হঠাৎ ওই গোত্রের নেতাকে সাপে কাটে। তখন তারা এসে বলল, আপনাদের কাছে কি কোনো ওষুধ আছে? তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তোমাদের আমাদের মেহমানদারি করতে হবে। আমরা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। তারা মেহমানদারি করতে রাজি হল। এ ছাড়া আমরা তাদের কাছে একপাল বকরি চাইলাম। তখন একজন সাহাবি উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়ে মুখে থুথু জমা করে সে ব্যক্তির ক্ষতে মেখে দিলেন। ফলে বিষ নেমে গেল এবং সে সুস্থ হয়ে গেল।
সাহাবিরা খাওয়া-দাওয়া করে নবি কারিম (সা.)-এর কাছে বকরিসহ ফিরে এলেন। তারা রাসুল (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলেন তাদের এ ধরনের কাজ ঠিক হল কি না। নবি (সা.) শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ঠিক আছে বকরিগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও একটি অংশ রেখে দিও।' (বুখারি, হাদিস ৫০০৬)
হজরত জাফর সাদেক (রা:) বর্ণনা করেন, সূরা ফাতিহা ৪০ বার পাঠ করে পানির ওপর দম করে কোনো ঘরে আক্রান্ত লোকের মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দিলে, এর বরকতে ঘর দুর্যীভূত হয়ে যাবে।
ফজরের নামাজের সুন্নত ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার এ সূরা পাঠ করে চোখে ফুঁ দিলে চোখের ব্যাথা দূর হয়।

রুকইয়াহ-২

রোগীর সুস্থ হওয়ার দুআ: ৭ বার

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

উচ্চারণ: আসআলুল্লাহাল আ'যীমা রব্বাল আ'রশীল আজীমি আইইয়াশফিয়াক।
অনুবাদ: আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য (সুস্থতা) প্রার্থনা করছি।
ফজিলত: ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন রুগ্ন মানুষকে সাক্ষাৎ করবে, যার এখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি এবং তার নিকট সাতবার এই দুআটি বলবে, আল্লাহ তাকে সে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন।

যেকোনো রোগের জন্য: সূরা ফাতিহার প্রতি আয়াতের সাথে নিচের দুআ ১ বার করে
প্রথমে রুকইয়াহর আউজুবিল্লাহ এরপর সাধারণ বিসমিল্লাহ এরপর সূরা ফাতিহার প্রতি আয়াতের সাথে নিচের দুআটি পড়তে হবে। সূরা ফাতিহার মোট আয়াত ৭টি আবার এই দুআটাও পড়ার কথা এসেছে ৭ বার। সূরা ফাতিহা নিজেই একটি শিফা এবং এই নির্দিষ্ট দুআটিও শিফার জন্য বিখ্যাত। এই দুটি একসাথে পাঠ করার ফলে রুকইয়াহর কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

২ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

৩ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

৪ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

৫ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

৬ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

৭ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

রুকইয়াহ-৩

ফর্মুলা-৪

ব্যাথার জন্য দুআ: তিনবার বিসমিল্লাহ এবং সাতবার নিচের দুআ

আবু আব্দুল্লাহ উসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল (সা.) এর নিকট ব্যাথার অভিযোগ করলেন। অতঃপর রাসুল (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার দেহের ব্যথিত স্থানে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ এবং সাতবার দুআটা পড়ো।

بِسْمِ اللّٰهِ ← ৩ বার

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ← ৭ বার

উচ্চারণ: আউযু বিল্লা-হি ওয়াকুদরতিহী মিন শাবরি মা আজিদু ওয়াউহা-যির।

অনুবাদ: আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের অসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি পাচ্ছি ও ভয় করছি।[মুসলিম ২২০২ নং আবু দাউদ ৪/১১]

ফর্মুলা-৫

ফোড়া গোটা, ইত্যাদির জন্য: ৩ বার

নিয়ম: প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে একটু থুতু নিয়ে, আঙ্গুলটি মাটিতে রেখে নিচের দুআটি পড়তে হবে। এরপর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতে হবে। ঢাকা শহরে যেহেতু ফিজিক্যাল মাটি পাওয়া যায় না তাই টবের মাটির উপরে নখ রাখলেও ইনশাআল্লাহ হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা, বিরীকাতি বা'দিনা, ইয়ুশফা সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা।

অনুবাদ: আল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের কিছু লোকের থুতু মিশ্রিত করে ফোড়াতে লাগালাম। আমাদের প্রতিপালকের আদেশে এর দ্বারা আমাদের রোগী সুস্থতা লাভ করবে। [বুখারি ও মুসলিম]

ফজিলত: আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, যখন কোন ব্যক্তি নবি (সা.) এর নিকট নিজের কোন অসুস্থতার অভিযোগ করত অথবা (তার দেহে) কোন ফোঁড়া কিংবা ক্ষত হতো, তখন নবি (সা.) নিজ আঙ্গুল নিয়ে এরকম করতেন। (হাদিসের বাকী) সুফয়ান তাঁর শাহাদত আঙ্গুলটিকে জমিনের উপর রাখার পর উঠালেন। (অর্থাৎ তিনি এভাবে মাটি লাগাতেন।)

ফর্মুলা-৬

অসুস্থতা থেকে সুস্থতার দুআ: ৩ বার

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রব্বান নাস, আজহিবিল বা'সা, ওয়াশফি আনতাশ শা-ফি-, লা শিফাআ' ইল্লা- শিফা-উকা শিফা-আ' লা ইউগাদিরু সাক্বমা।

অনুবাদ: 'হে মানুষের প্রতিপালক! এ রোগ দূর করো এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য, যা বাকি রাখে না কোনো রোগ।' [বুখারি, মিশকাত]

ফজিলত: হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ যখন অসুস্থ হতো তখন রাসুল সা. তাঁর ডান হাত রোগীর শরীরে বুলাতেন এবং বলতেন।

ফ্রেকেয়ার-৭

অসুস্থতা থেকে সুস্থতার দুআ: ৩ বার

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ
مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ - اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ

উচ্চারণ: 'বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক,ওয়া মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আউ আইনিন হা-সিদিন, আল্লা-হু ইয়াশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক

অনুবাদ: "আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাঁড়ফুক করছি, কষ্টদায়ক সকল কিছুর ক্ষতি হতে, যে কোনো মানুষ বা বদনজর অথবা হিংসুকের হিংসার নজর হতে। আল্লাহ আপনাকে শিফা বা রোগমুক্ত করুন, আমি আপনাকে আল্লাহর নামেই ঝাঁড়ফুক করছি।" [সহিহ মুসলিম: ৪/১৭১৮]

ফজিলত: আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, 'জিবরীল (আ) নবি (সা.) এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল তখন এই দুআটি পড়লেন।'

ফ্রেকেয়ার-৮

বদনজরে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা হলো: ৩ বার

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ -

উচ্চারণ: আউযুবি কালিমাতিল্লা হিত্তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বানিও ওয়া হা-ম্মাতিও ওয়া মিন কুল্লি আ'ঈনিন লাম্মাহ।

অনুবাদ: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসিলায় প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক জন্তু হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকারক (বদ) নজর হতে আল্লাহর পানাহ দিচ্ছি। [বুখারি ৪/১১৯]

ফ্রেকেয়ার-৯

অসুস্থতা থেকে সুস্থতার দুআ: ৩ বার

بِسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيْكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ عَيْنٍ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ইউবরিকা ওয়া মিন কুল্লি দা-ইন ইয়াশফিকা ওয়া মিন শাররী হা'ছিদিন ইযা- হা'সাদা ওয়া মিন শাররী কুল্লি যিই আ'-ঈন

অনুবাদ: আল্লাহর নামে, তিনি আপনাকে (রোগ) মুক্ত করুন, সব রোগ হতে আপনাকে নিরাময় করুন, আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে-যখন সে হিংসা করে আর সব বদ নজরওয়ালার অনিষ্ট হতে।

ফজিলত: ইবনু আবূ উমার মাক্কী (রহ.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তিনি বলেছেন: রাসুল (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে জিবরীল (আ.) এ দুআ পড়ে তাকে ফুঁকে দিলেন।'

ফ্রেকেয়ার-১০

বাচ্চাদের মধ্যে রাগ, জিদ, কান্নায় শয়তান দূর করার দুআ: ৩ বার

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ

উচ্চারণ: রব্বি আউ'যু বিকা মিন হামাযাতিশ শায়াতীন, ওয়া আউ'যু বিকা রব্বি আই-ইয়াহদুরুন।

অনুবাদ: হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই এবং আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।

ফজিলত: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (আলাইহিস সালাম)- এর ব্যতিক্রম। তারপর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, (এর কারণ হল মারইয়ামের মায়ের এ দুআ) "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৪৩১]

রুকইয়াহ-১১

ভয় ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে: ৩ বার

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ

উচ্চারণ: আউযুবি কালিমাতিল্লা হিত্তাম্মাতি মিন গযবিহি ওয়া ঈ'ক্ব-বিহী ওয়া শাররী ঈ'বাদিহী ওয়া মিন হামাযাতিশ শ্বায়াত্বিনি ওয়া আই ইয়াহ'যুরু-ন

অনুবাদ: "আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আশ্রয় চাই তাঁর রাগ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে।" [আবু দাউদ: ৪/১২, নং: ৩৮৯৩। সাহীহুত- তিরমিযী ৩/১৭১]

ফজিলত: 'আমর ইবনু শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমের মধ্যে ভয় পায় সে যেন এই দুআটি পড়ে।

রুকইয়াহ-১২

বদ নজর দূর করতে

যিনি রুকইয়াহ করবেন, তিনি নিচের হলুদ মার্ক করা অংশটুকু বারবার পাঠ করবেন। আর যার রুকইয়াহ করা হচ্ছে, তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস ধীরে ধীরে পড়বেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সময় এক চুমুক করে পানি পান করবেন। এভাবে মোট ১১ বার পানি পান করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, এতে বদনজরের প্রভাব কেটে যাবে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ

عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۖ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ إِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا

৪.৫৪) নাকি তারা মানুষকে হিংসা করে?
যা কিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন।
অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

ভয় দূর করতে

নিচের দুআটি বুকে হাত দিয়ে সাতবার পড়লে
ভয় দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى

উচ্চারণ: কুল্না- লা- তাখফ ইন্নাকা আ-ন্তাল আ'লা
অনুবাদ: তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে।

ঘুম আসার আমল

ঘুম না আসলে আয়াতুল কুরসি পড়ে, হলুদ অংশটা বারবার পড়তে হবে। যার অর্থ: "তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।" মনে মনে এই নিয়ত করতে হবে "হে আল্লাহ তোমার ঘুম প্রয়োজন নেই কিন্তু আমার ঘুমের প্রয়োজন আছে। তাই আমাকে ঘুমের ব্যবস্থা করে দাও।"

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۚ
لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

রুকইয়াহ ১৩: বদ নজর, সিহর, জাদু বা যেকোনো সমস্যার জন্য রুকইয়াহ গোসল অথবা বরই পাতার গোসল

এই গোসলটি যেকোনো রোগের জন্য করা যেতে পারে। বরই পাতা না থাকলে সাধারণ রুকইয়াহ গোসল হবে আর বরই পাতা থাকলে বরই পাতার গোসল হবে। সিহরের চিকিৎসায় এই বরই পাতার গোসলটি খুবই উপকারী। সিহরের বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনা করলে হয়তো এটা এক নম্বরে থাকবে।

এক বালতি গোসলের পানি নিতে হবে। এরপর সাতটি বরই পাতা (কুল বরই হলে আরও ভালো) বেটে অথবা ব্লেন্ড করে পানিতে গুলাতে হবে। (সম্ভব হলে সবুজ পাতা ব্যবহার করতে হবে, না পেলে যেটা পাওয়া যায় সেটাই হবে)

ওই পানিতে দুই হাত ডুবিয়ে নিচের আয়াত/দুআগুলো ৩ অথবা ৭ বার করে পড়তে হবে-

১. দুরুদ শরিফ ২. সুরা ফাতিহা ৩. আয়াতুল কুরসি ৪.সুরা কাফিরুন ৫. সুরা ইখলাস ৬. ফালাক ৭. নাস ৮. আবার দুরুদ শরিফ ৭ বার

যদি সময় কম থাকে তবে প্রতিটি ৩ বার করে পড়লেও হবে। সুরা কাফিরুন ও বাদ দিলেও হবে। তবে বেশি পড়লে উপকার বেশি হবে। সংক্ষিপ্ত দুরুদ হিসেবে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়লেও হবে।

পড়ার মাঝে মাঝে পানিতে ফুঁ দেওয়া যেতে পারে। এরপর এখান থেকে তিন ঢোক পানি পান করতে হবে, বাকিটা দিয়ে গোসল করতে হবে।

যদি গোসলের পানি খাওয়ার অনুপযোগী হয় তবে পান করার পানি আলাদা করে নিতে হবে। এরপরে বরই পাতা পিষে উভয় পানিতে দিয়ে আয়াতগুলো পড়ে উভয় পানিতে ফুঁ দিতে হবে। এরপরে পান করারটা পান করতে হবে, আর বালতিরটা দিয়ে গোসল করতে হবে।

বিভিন্ন যুগের অনেক বিখ্যাত আলিমদের সাজেস্টেড পদ্ধতি এইটা। ইনশাআল্লাহ প্রথম গোসলেই জাদু নষ্ট হয়ে যাবে। প্রয়োজনে একই নিয়মে আরও কিছুদিন গোসল করতে হবে।

দ্রষ্টব্য:

১. এই পানি চুলার আগুনে গরম করা যাবে না। এর সাথে অন্য পানি মেশানো যাবে না। শীতকালে গোসল করতে কষ্ট হলে কুসুম গরম পানিতে এই বরই পাতা গুলিয়ে গোসল করা যেতে পারে। তবে ঠান্ডা পানিই উত্তম।

২. যদি এরপরে সাধারণ পানি দিয়ে গোসল করার প্রয়োজন হয় তবে করা যেতে পারে।

৩. চাইলে সাথে আরও কিছু আয়াত অথবা রুকইয়াহর দুআ পড়া যেতে পারে।

৪. এসব আয়াত গোসলখানার বাইরে পড়তে হবে। তবে সেখানে দুআ-কালাম পড়ার পরিবেশ না থাকলে আগে বরই পাতা বেটে দুআগুলো পড়ে ফুঁ দিতে হবে। এরপর গোসলখানায় নিয়ে পানিতে মিশিয়ে গোসল করা যেতে পারে।

রুকইয়াহ ১৪: আয়াতে শেফা: রোগ মুক্তির জন্য কুরআনের ৬ টি আয়াত

আয়াতে শেফা শোনার জন্য ভিজিট করুন

পবিত্র কুরআনে কারীমের ৬ টি আয়াত "আয়াতে শেফা বা রোগ মুক্তির আয়াত" নামে পরিচিত।
এগুলো পড়ার পুর্বে সুরা ফাতিহা পড়ে নেওয়া উত্তম।
পুরো আয়াতগুলো একবার করে আর আয়াতুল শেফার মূল অংশ অর্থাৎ হুজুদ চিহ্নিত অংশগুলো তিনবার অথবা সাতবার করে পড়তে হবে।
আয়াতগুলো হচ্ছে :

১. সুরা তাওবার ১৪ নম্বর আয়াত

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থ : তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, তোমাদের হাত দিয়েই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে অপমানিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর মু'মিনদের প্রাণ ঠান্ডা করবেন।

২. সুরা ইউনুসের ৫৭ নম্বর আয়াত।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

৩. সুরা নাহলের ৬৯ নম্বর আয়াত।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا
يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

অর্থ : অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর। এর পেট থেকে রং-বেরং এর পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

৪. সুরা বনী ইসরাইলের ৮২ নম্বর আয়াত।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

অর্থ : আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।

৫. সুরা আশ-শুআ'রা ৮০ নম্বর আয়াত।

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

অর্থ : এবং যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন

৬. সুরা হা-মীম-সাজদাহ এর ৪৪ নম্বর আয়াত।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ ۗ
قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ
عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

অর্থ : আর আমি যদি এটাকে অনারবী ভাষার কুরআন বানাতাম তবে তারা নিশ্চিতভাবেই বলত, 'এর আয়াতসমূহ বিশদভাবায় বর্ণিত হয়নি কেন'? এটি অনারবী ভাষায় আর রাসূল আরবী ভাষী! বল, 'এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের জন্য হবে অন্ধত্ব। তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান থেকে।

বাড়িতে অথবা অন্য কোথাও শয়তানের উৎপাত থাকলে করণীয়:

১. সব ঘরে আযান দিতে হবে।
২. একটি গ্লাসে পানি নিয়ে, তাতে ৩ কুল পড়ে ফুঁ দিতে হবে। ওই পানি ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ছিটিয়ে দিতে হবে।
৩. ঘরে মাঝে মাঝে সূরা বাক্বারার তিলাওয়াত করা অথবা সম্ভব না হলে তিলাওয়াতের অডিও ছেড়ে রাখা।

তাবিজ অথবা যেকোনো সন্দেহজনক বস্তু নষ্ট করার নিয়ম:

প্রথমে আয়াতুল কুরসি এবং তিন কুল ১ বার করে পড়ে নিতে হবে। তাবিজ বা যাদুর অন্য যেকোনো জিনিস খালি হাতে না ধরে গ্লাভস বা পলিথিন ব্যবহার করা ভাল।
এরপর নিচের কুরআনের আয়াতটি বারবার পড়তে পড়তে তাবিজের কাগজগুলো পুড়িয়ে দিতে হবে।
সূরা আহকাফ, আয়াত ২৫

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

অর্থ: এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে'। ফলে তারা এমন (ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

রুকইয়াহ-১৫: রুকইয়াহ আম্মা: শয়তানের সাথে যুদ্ধ

রুকইয়াহ আম্মার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। যখন যে আয়াত (সিহর, বদ নজর, শয়তান-সংক্রান্ত) পড়া হয়, তখন রোগীর সাথে যা মিলে, তখন সেটার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আয়াতগুলো পড়তে থাকলে কখনও রোগীর মাথা ভারী হয়ে আসতে পারে, কখনও হাত-পায়ের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাথা অনুভব হতে পারে, কখনও বারবার হাই আসতে পারে, কখনও ঘুম আসতে পারে। এই রুকইয়াহ কয়েক ঘণ্টা ধরে পড়তে হয়। লাল চিহ্নিত অংশগুলো বারবার পড়তে হয়। যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে সাহায্য করে। আর এগুলো শয়তান সহ্য করতে পারে না। শয়তানের সমস্যা থাকলে লম্বা সময় এগুলো পড়ার দ্বারা শয়তান হাজির হয়ে যেতে পারে। এটার জন্য অবশ্যই পূর্বের থেকে কিছু প্রশিক্ষণ থাকলে ভালো হয়।

রুকইয়াহ হলো আল্লাহর সাথে কথা বলা। শয়তানের সাথে যুদ্ধ। আমরা রুকইয়াহর সময় মূলত ৩ জনের সাথে কথা বলি: ১। আল্লাহ ২। শয়তান ৩। যাকে রুকইয়াহ করা হচ্ছে সেই মুমিন।

এই আয়াতগুলো নিজের সমস্যার জন্য নিজে নিজেও পড়তে পারবেন। রুকইয়াহ আম্মা কারও শয়তান বা জিনের আক্রমণ হলে পড়তে পারেন। এ ছাড়া যেকোনো সমস্যার জন্য পড়া যেতে পারে। সাধারণ রোগব্যাধির জন্যও পড়া যেতে পারে। পুরোটুকু শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই। চাইলে শুধু লাল দাগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোও পড়া যেতে পারে।

অনেক সময় রুকইয়াহ আম্মা পড়া শুরু করলে শরীরে কিছু অস্বস্তি বা সমস্যার অনুভূতি দেখা দিতে পারে। এর মানে এই নয় যে আপনি রুকইয়াহর কারণে অসুস্থ হচ্ছেন; বরং এর অর্থ, আপনার ভেতরে আগে থেকেই কোনো শয়তানী প্রভাব বা যাদুর সমস্যা লুকিয়ে ছিল, যা এখন রুকইয়াহর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।

এটা ঠিক যেন ক্যান্সার রোগের মতো। ধরুন, কারও শরীরে ক্যান্সার ছিল কিন্তু ধরা পড়েনি । যখন টেস্ট করা হলো, তখন রোগ ধরা পড়ল। এরপর কেমোথেরাপি শুরু হলে শরীর দুর্বল হয়, ব্যথা বাড়ে, কিন্তু এই কষ্টের মাঝেই সে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যায়।

রুকইয়াহর ক্ষেত্রেও এমন হয়। যদি কারও শরীরে শয়তানী প্রভাব থাকে, তাহলে রুকইয়াহ পড়া শুরু করলে প্রথম দিকে অস্বস্তি বা সমস্যা বেড়ে যেতে পারে—যেমন মাথা ব্যথা, ঘুমের সমস্যা, আতঙ্ক, কান্না আসা ইত্যাদি। কিন্তু এটা ভয় পাওয়ার কিছু না। বরং এটি ইঙ্গিত দেয় যে রুকইয়া কাজ করছে, এবং ভেতরের সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে ও নির্মূল হচ্ছে।

সুতরাং, রুকইয়াহ আম্মা পড়া শুরু করলে প্রথমে কষ্ট হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য রেখে চালিয়ে যেতে থাকলে ইনশাআল্লাহ সুস্থতা আসবে। কারণ শয়তান বা যাদুর প্রভাব থাকলে রুকইয়াহ বা কোরআনের মাধ্যমে তা ধ্বংস হয়ে যায়।

রুকইয়াহ্ আম্মা এই বইতে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো রুকইয়াহকে একেবারে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ, বিষয়টা এমন নয় যে শুধু রাকী হলেই রুকইয়াহ্ করবে। সাধারণ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হিসেবে কিছু সাধারণ চিকিৎসা যেমন সবাই জানে, তবে বিশেষ সমস্যায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ঠিক একইভাবে, শয়তানের বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্র সবার হাতে থাকতে হবে। তবে বিশেষ সমস্যার জন্য রাকীর শরণাপন্ন হতে হবে।

আর হ্যাঁ, যারা জিন দিয়ে কবিরাজি করে তাদের মুখে একটা কথা শোনা যায়, জিন-শয়তানের বিরুদ্ধে কাজ করলে শয়তান পরিবারের অন্য কারও ক্ষতি করতে পারে।

এই ঘটনা শুধু ঘটতে পারে যদি জিন দ্বারা কাজগুলো করা হয়। যেটা সাধারণত কবিরাজরা করে। মনে করেন আপনি একজন সন্ত্রাসী পুষছেন অন্য সন্ত্রাসীদের দমন করার জন্য। এটা হতেই পারে যে কোনো সময় আপনার নিজের পালা সন্ত্রাসী বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে অথবা অন্য সন্ত্রাসী শক্তি বৃদ্ধি করে আপনার নিজের সন্ত্রাসী ও আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এটাই হলো মূলত কবিরাজদের কাজ। যারা জিন দ্বারা কাজ করে। তাছাড়া এখানে কবিরাজদের একটা প্রোপাগান্ডাও কাজ করে। তারা এটা বেশি করে ছড়ায় যাতে তাদের ব্যবসায় কেউ ভাগ বসাতে না পারে। আর রুকইয়াহতে সরাসরি আল্লাহর সাহায্য নেওয়া হয় এবং ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে সাহায্য করে, তাই এক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া কোনো সাহাবীদের ক্ষেত্রেও এ ধরণের ঘটনা ঘটে নি। অধিকাংশ সাহাবী তিব্বে নববি এবং রুকইয়াহর বিষয়গুলো জানতেন। তাছাড়া বডিগার্ড হিসেবে সকাল-সন্ধ্যার হেফাজতের আমল তো আছেই।

রুকইয়াহ আম্মা শুরু করার আগে দুআ

রুকইয়াহ আম্মা শুরু করার আগে কিছু কোরআন ও হাদিসের দোয়া রয়েছে, যা পড়া উত্তম।

"আমি সর্বশ্রুতিশীল, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই অভিশপ্ত শয়তান থেকে — তার কুমন্ত্রণা, অহংকার ও কবিতা (অর্থহীন কথাবার্তা) থেকে।	أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ	১-৩ বার
"আমি তোমাদের আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাক্যগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় দিচ্ছি, সেই সব সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।"	أُعِيْذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ	১ বার
আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের দ্বারা আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, আর শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে।	أُعِيْذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ নিজের জন্য হলে (أَعُوْذُ) অন্যের জন্য হলে (أُعِيْذُ)	১ বার
আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে আশ্রয় চাই, তাঁর সেই সব সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে যেগুলো তিনি সৃষ্টি করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন ও গঠন করেছেন; আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় এবং আকাশে যা আরোহণ করে—তার অনিষ্ট থেকে; রাত ও দিনের ফিতনার অনিষ্ট থেকে; এবং প্রত্যেক আগতের অনিষ্ট থেকে—তাদের থেকে ব্যতিক্রম সে, যে কল্যাণ নিয়ে আগমন করে। হে দয়াময় রহমান!"	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ	১ বার

১ বার	حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ	"আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি সবচেয়ে ভালো কর্মসম্পাদনকারী, তিনি আমার পরিপূর্ণ অভিভাবক, এবং তিনি আমার সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী।"
১ বার	حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ	"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁর ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি শুধু তাঁর ওপরই ভরসা রাখি, এবং তিনি হলেন মহান আকাশ ও পৃথিবীর মালিক।"
১ বার	وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا	"যে-কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূরণ করেই থাকেন। (অবশ্য) আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"
প্রতিটি রুমে আযান দিতে হবে		

রুকইয়াহ আম্মা

যে সূরার যে আয়াতগুলো পড়তে হয়।

- ১. সূরা ফাতিহা- (১-৭)
- ২. সূরা ফাতিহা- (রোগীর দুআসহ)
- ৩. আযান
- ৪. সূরা বাক্বারাহ-(১-৫)
- ৫. সূরা বাক্বারাহ- (৭২)
- ৬. সূরা বাক্বারাহ- (১০২-১০৩)
- ৭. সূরা বাক্বারাহ-(১৬৩-১৬৪)
- ৮. সূরা বাক্বারাহ-(২৫৫-২৫৬-২৫৭)
- ৯. সূরা বাক্বারাহ-(২৮৫-২৮৬)
- ১০.সূরা আলে-ইমরান- (১-১০)
- ১১.সূরা আলে-ইমরান-(১৮-১৯)
- ১২.সূরা আলে-ইমরান-(২৬-২৭)
- ১৩.সূরা নিসা-(৫৪).
- ১৪.সূরা আল্ আরাফ- (৫৪-৫৬)
- ১৫.সূরা আল্ আরাফ-(১১৭-১২২).
- ১৬.সূরা আনফাল- (১২).
- ১৭.সূরা আনফাল- (৫০).
- ১৮.সূরা আত তাওবাহ্- (৩).
- ১৯.সূরা আত তাওবাহ্- (১৪-১৫).
- ২০.সূরা ইউনুস- (৫৭)
- ২১.সূরা ইউনুস-(৭৯-৮২).
- ২২.সূরা বনি ইসরাইল- (৮২).
- ২৩.সূরা বনি ইসরাইল- (১১০-১১১).
- ২৪.সূরা,ত্বোয়াহা- (৬৫-৭০).
- ২৫.সূরা মুমিনুন- (৯৭-৯৮)
- ২৬.সূরা মুমিনুন- (১১৫-১১৮)
- ২৭.সূরা আশশুআরা- (৮০).
- ২৮.সূরা আস সাফ্ফাত- (১-১০).
- ২৯.সূরা ফুস্সিলাত- (৪৪) হা মীম আয়াতের অংশ বিশেষ।
- ৩০.সূরা আল্ আহ্কাফ- (২৯-৩২).
- ৩১.সূরা আর রহমান- (৩৩-৩৬).
- ৩২.সূরা আল্ হাদীদ- (১-৫).
- ৩৩.সূরা আল্ হাশর- (২১-২৪).
- ৩৪.সূরা আল্ জ্বিন- (১-১০).
- ৩৫.সূরা আল্ কাফিরুন- (১-৬). (সূরা ফালাক) (সূরা নাস).

এই কালারের অংশগুলো বার বার পড়তে হবে

এই কালারের অংশগুলো ঐ সূরার অংশ নয়, হয় এগুলো দোয়া অথবা অন্য আয়াতের অংশ

লাল দাগ দেওয়া অংশগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রিপিট যেগুলোতে লেখা ঐ আয়াতগুলো বারবার পড়তে হবে।

রুকইয়াহ তাআউজ: সাধারণ আউজুবিল্লাহ এর পরিবর্তে রুকইয়াহর সময় এই রুকইয়াহ তাআউজ পড়তে হবে। প্রতিটি নতুন অংশ তিলাওয়াতের আগে এটা পড়তে হবে।

রুকইয়াহর শুরুতে বাসায় যতগুলো রুম থাকে সবগুলো রুমে আযান দেওয়া। শুরুতে দুরুদ শরীফ পড়ে নেওয়া। রুকইয়াহ বিষয়ক কিছু প্রাথমিক আলোচনা করে নেওয়া।

বিষয়	আরবি	অর্থ
রুকইয়াহ তাআউজ	প্রতিটা ভিন্ন বিষয় পড়ার আগে এটা পড়তে হবে। أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ	আমি পানাহ চাই আল্লাহর নিকট যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, অভিশপ্ত শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা, দম্ভ ও যাদু টোনা থেকে।
১. সূরা ফাতিহা- (১-৭) । বিষয়: রোগের রোগ । পুনরাবৃত্তি: ৭ বার	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○	১.২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ১.৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ১.৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ১.৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ১.৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ১.৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

২. সূরা ফাতেহা রোগীর পোশাক । বিষয়: রোগের রোগ পুনরাবৃত্তি: ১ বার		
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ	আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

اَللهُ أَكْبَرُ - اَللهُ أَكْبَرُ - اَللهُ أَكْبَرُ - اَللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ -

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ -

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللهُ أَكْبَرُ - اَللهُ أَكْبَرُ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

আল্লাহ্ সবার চেয়ে মহান

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন সত্য উপাস্য নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল।

নামাজের জন্য এসো

মুক্তির জন্য এসো

আল্লাহ্ সবার চেয়ে মহান

আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৪. সূরা বাক্বারাহ- (১-৫) । পুনরাবৃত্তি: ১ বার

الٓمّٓ (২:১)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (২:২)

এই জায়গায় এসে রোগীকে সালাত, যাকাত, সিয়াম ঠিকমত পালন করেন কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (২:৩)

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (২:৪)

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (২:৫)

২.১) আলিফ লাম মীম।
২.২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,
২.৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে
২.৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।
২.৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৫. সূরা বাক্বারাহ- (৭২) বিষয়: শয়তান থেকে রক্ষার আয়াত । পুনরাবৃত্তি: ১-৫ বার

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۗ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

২.৭২) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করলে অতঃপর সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করলে। আর আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিলেন তোমরা যা গোপন করছিলে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৬. সূরা বাক্বারাহ- (১০২-১০৩) । বিষয়: সেহের+শয়তান । পুনরাবৃত্তি: ১-১০ বার

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ

وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

اَسِحْرٌ هٰذَا ؟ - إِنْ كَانَ السِّحْرُ أُخْرُجْ

إِنْ كَانَ الْعَيْنُ اِرْجِعْ - إِنْ كَانَ الْمَسُّ أُتْرُكْ

أُخْرُجْ مِنْهَا بِإِذْنِ اللّٰهِ - أُخْرُجْ مِنْهَا يَا عَدُوَّ اللّٰهِ

وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

فَلَا تَكْفُرْ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ

وَزَوْجِهٖ

এই জায়গায় এসে রোগীকে বুঝাতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে মেসেজে দিচ্ছেন যে শয়তান স্বামী ও স্ত্রী কে নিয়ে গেম খেলে

وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا

لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (২:১০২)

وَلَوْ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

خَيْرٌ - لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (২:১০৩)

২.১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা

এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

কিন্তু তারা জাদুর দ্বারা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

তারা তাই শিখতো যা তাদের ক্ষতিসাধন করে এবং তাদের উপকার করে না। তারা এ কথা অবশ্যই জানে, যে ব্যক্তি জাদু কিনে নেয় তার জন্যে পরকালে কল্যাণের কোনো অংশ থাকবে না। অবশ্যই ঐ জাদু অতি মন্দ, যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা এই বিষয়টি জানতো!

২.১০৩) যদি ইহুদীরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতো এবং আল্লাহকে ভয় করতো, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান পেতো। যদি তারা এই বিষয়টি জানতো!

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৯. সূরা বাক্বারাহ- (১৬৩-১৬৪) । পুনরাবৃত্তি: ১ বার

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ (٢:١٦٣)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ -لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٢:١٦٤)

২.১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য।

তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।

২.১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সঞ্জীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

১০. সূরা বাক্বারাহ- (২৫৫-২৫৭) । বিষয়: সেরা-শ্লোক । পুনরাবৃত্তি: ১-১০ বার

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

ঘুম না আসলে আয়াতুল কুরসি পড়ে এই অংশটা বারবার পড়তে হবে। মনে মনে এই নিয়ত করতে হবে হে আল্লাহ তোমার ঘুম প্রয়োজন নেই কিন্তু আমার ঘুমের প্রয়োজন আছে। তাই আমাকে ঘুমের ব্যবস্থা করে দাও।

لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢:٢٥٥)

২.২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (২:২৫৬)
اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ

২.২৫৬)দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত বশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিঁড়া হবার নয়। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
২.২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।
আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

এই অংশটা পড়ে পড়ে বুকের বাম পাশে হালকা করে করে থাপ্পড় মারতে হবে।

আয়াতুল কুরছি

أُخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ- فَإِنْ لَّمْ تَخْرُجْ-لَاَقْتُلَنَّكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ

(রোগীর মাথা,চোখ,বুক,পেট এর দিকে ইশারা করতে হবে)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ
مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (২:২৫৭)

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

২.২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ প্রতি, তাঁর

ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তাঁরা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা।

৩. সূরা বাক্বারাহ (২৮৫-২৮৬) । দিবা: ফেরেশতাগণ । রাত্রি: ১০ বার

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (২:২৮৫)
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

* اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

* اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ وَأَرْكَانِهٖ

তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

২.২৮৬) আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেননা, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا

غُفْرَانَكَ رَبِّيْ غُفْرَانَكَ (যদি রোগী একা হয়)

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا غُفْرَانَكَ (যদি রোগী একের অধিক হয়)

وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (২:২৮৫)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلٰنَا

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (২:২৮৬)

আল্লাহর সাহায্যের দোয়া

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُشْرِكِيْنَ

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُنَافِقِيْنَ

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الشَّيَاطِيْنِ

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ السّٰحِرِيْنَ

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَاسِدِيْنَ

আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতাদের সাহায্যের দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَنْصُرْنَا بِنَصْرِ الْمَلَائِكَةِ الْمُنْزَلِيْنَ

اَللّٰهُمَّ أَنْصُرْنَا بِنَصْرِ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَوَّمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ أَنْصُرْنَا بِنَصْرِ الْمَلَائِكَةِ الْمُرْدِفِيْنَ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

الٓمّٓ ﴿٣:١﴾ - اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ﴿٣:٢﴾ - نَزَّلَ عَلَیْكَ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِیْلَ ﴿٣:٣﴾ - مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ
اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ﴿٣:٤﴾
(কেউ যদি আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হয়ে যায় তার জন্য কঠিন শাস্তি)
وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ
اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ﴿٣:٥﴾
هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٣:٦﴾ - هُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ
مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۗ وَمَا
یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ
اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا یَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿٣:٧﴾ - رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ
لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣:٨﴾ - رَبَّنَآ اِنَّكَ
جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ
الْمِیْعَادَ ﴿٣:٩﴾ - اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ
وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَیْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ﴿٣:١٠﴾

৩.১) আলিফ-লাম-মীম।
৩.২) আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক।
৩.৩) তিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন যথাযথভাবে, এর পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে এবং নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল।
৩.৪) ইতঃপূর্বে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ। আর তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতসমূহ, তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী।
৩.৫) আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই।
৩.৬) তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।
৩.৭) তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।
৩.৮) হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।
৩.৯) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে; এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।
৩.১০) যারা কুফুরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

شَهِدَ اللّٰهُ

(এই জায়গায় কালিমা শাহাদাহ্ শাহাদাত পড়তে হবে।)

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

(মুশরিক জিন দ্বারা আক্রান্ত হলে কলেমা বলতে পারবে না)

أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَآئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (৩:১৮)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ

بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (৩:১৯)

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

৩.১৮) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,

তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৩.১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।

এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহর হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

২২. সূরা আলে ইমরান (২৬-২৭) । বিষয়: শয়তানকে ঘৃণা করা । পুনরাবৃত্তি: ১-৪ বার

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ

يَا مَالِكَ الْمُلْكِ - يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

يَا مَالِكَ الْمُلْكِ - يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (৩:২৬)

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

أُخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ

(বুকের বাম দিকে হালকা করে থাপ্পড় দিতে হবে। পনি ছিটাতে হবে)

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (৩:২৭)

আয়াতুল মুলক

৩.২৬) বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী।

তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।

নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

৩.২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও।

আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

১৩. সূরা নিসা (৫৪) । বিষয়: বদনজর । পুনরাবৃত্তি: ১-৪ বার

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ

(সূরা ফালাক, নাস পড়ে পড়ে পানি পান করবে)

عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۖ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ إِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا (৪:৫৪)

৪.৫৪) নাকি তারা মানুষকে হিংসা করে?

যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اَللّٰهُ

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهٖ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ (৭:৫৪)

بِسْمِ اللّٰهِ (৩ বার)

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (৭বার)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَماً

إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (৭:৫৫) - وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (৭:৫৬)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

৭.৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ,

যিনি ছয় দিনে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাতকে দিন দিয়ে ঢেকে দেন, ফলে দিন দ্রুতগতিতে রাতের অনুসরণ করে। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁর আদেশের অনুগত।
তোমরা জেনে রেখো যে, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দান কেবল মাত্র তাঁর অধিকারভুক্ত।

বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ্ হচ্ছেন কল্যাণময়!

৭.৫৫) তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনীত ভাবে ও চুপিসারে ডাকো। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের কে ভালোবাসেন না।

৭.৫৬) পৃথিবীকে সুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না । তাঁকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহ্র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

১৫. সূরা আরাফ (১১৭-১২২) । বিষয়: সেরেরা । পুনরাবৃত্তি: ১-৪ বার

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (৭:১১৭) - فَوَقَعَ الْحَقُّ

وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (৭:১১৮)

(হালকা করে বুকে থাপ্পড় দিতে হবে)

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (৭:১১৯)

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (৭:১২০)

قَالُوٓا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (৭:১২১)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (৭:১২২)

৭.১১৭) তাবপব আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবাব নিক্ষেপ কব তোমাব লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তাবা বানিয়েছিল যাদু বলে।

৭.১১৮) সুতবাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তাবা কবেছিল।

৭.১১৯) সুতবাং তাবা সেখানেই পবাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল।

৭.১২০) এবং যাদুকববা সেজদায় পড়ে গেল।

৭.১২১) বলল, আমবা ঈমান আনছি মহা বিশ্বেব পবওয়াবদেগাবেব প্রতি।

৭.১২২) যিনি মূসা ও হাকনেব পবওয়াবদেগাব।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

১৬. সূরা আনফাল (১২) । বিষয়: শয়তানের মাথায় আঘাত । পুনরাবৃত্তি: ১-৪ বার

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (৮:১২)

(৮.১২) স্মবণ কব, যখন তোমাব বব ফেবেশতাদেব প্রতি ওহী প্রেবণ কবেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদেব সাথে আছি। সুতবাং যাবা ঈমান এনেছে তোমবা তাদেবকে অনড় বাখ'। অচিবেই আমি ভীতি ঢেলে দেব তাদেব হৃদয়ে যাবা কুফবী কবেছে। অতএব তোমবা আঘাত কব ঘাড়েব উপবে এবং আঘাত কব তাদেব প্রত্যেক আঙুলেব অগ্রভাগে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

বিষয়: ফেরেশতাকে মারার আঘাত | পুনরাবৃত্তি: ২৩ বার | ৯. সূরা আনফাল (৮) | ৫০

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا
الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ
اُخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ
فَاِنْ لَّمْ تَخْرُجْ
لَاَضْرِبَنَّكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (৮:৫০)

(৮.৫০) আপনি যদি কাফেরদের ঐ সময়ে দেখতে পেতেন, যখন ফেরেশতারা তাদের প্রহার করবে
প্রাণ হরণ করে, তখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও তাদের পিঠে আঘাত করে আর ফেরেশতারা তাদেরকে বলে যে, "

তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

বিষয়: কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ | পুনরাবৃত্তি: ১০০ বার | ৯. সূরা আত-তাওবাহ (১১৩) | ৩

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ
(এই জায়গায় আসলে আযান দিতে হবে)
وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ
اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ۚ فَاِنْ تُبْتُمْ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِى اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (৯:৩)

(৯.৩) আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসুলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

বিষয়: কাফেরদের সাথে যুদ্ধ | পুনরাবৃত্তি: ৩ বার | ৯. সূরা আত-তাওবাহ (৯-১২) | ৩

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ
وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِيْنَ ۙ (৯:১৪) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ
عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (৯:১৫)

৯.১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন।

তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।
৯.১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৫. সূরা ইউনুস (৫১) । দিবস: সোমবার । পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ

(এই জায়গায় আসলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে)

وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (১০:৫৭)

১০.৫৭) হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়,

হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৫. সূরা ইউনুস (৭৯-৮২) । দিবস: সোমবার । পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২-৪ বার

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ (১০:৭৯)

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى أَلْقُوْا مَآ أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ - (১০:৮০) فَلَمَّآ أَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى (১০:৮১)

مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ

آٰسِحْرٌ هٰذَا؟- إِنَّ كَانَ السِّحْرُ أُخْرُجْ

إِنْ كَانَ الْعَيْنُ إِرْجِعْ - إِنْ كَانَ الْمَسُّ أُتْرُكْ

إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ

এই জায়গায় আসলে রোগীকে বরই পাতার পানি খাওয়াতে হবে

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (১০:৮২)

১০.৭৯) ফিরআউন বলল, 'আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত কর।

১০.৮০) তারপর যখন যাদুকররা আসল, তখন মূসা তাদেরকে বলল, 'নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।

১০.৮১) অতঃপর যখন তারা (তাদের রশি ও লাঠি) ফেলল, তখন মূসা বলল, 'তোমরা যা আনলে, তা যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের আমল পরিশুদ্ধ করেন না'

১০.৮২) আর আল্লাহ্ তাঁর বাণীসমূহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৫৮. সূরা বনী ইসরাঈল (১৫) । বিষয়: সেরা । পৃষ্ঠা বাকি: ১

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ
مَا هُوَ شِفَآءٌ
وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا
خَسَارًا (১৭:৮২)

১৭.৮২) আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৫৯. সূরা বনী ইসরাঈল (১১০-১১১) । বিষয়: আল্লাহর সাথে । পৃষ্ঠা বাকি: ১

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ (১৭:১১০)
اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا
وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا
وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا
اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
ذٰلِكَ سَبِيْلًا (১৭:১১০)
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
(এই জায়গায় আসলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে)
الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ
(এই জায়গায় আসলে শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হবে)
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۚ وَكَبِّرْهُ
تَكْبِيْرًا (১৭:১১১)
(এই জায়গায় আসলে আযান দিতে হবে)

১৭.১১০) বল, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর।

১৭.১১১) আর বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, বাস্তবে তাঁর কোন শরীক নেই এবং অপমান থেকে বাঁচতে তাঁর কোন অভিভাবকের দরকার নেই।' সুতরাং তুমি পূর্ণরূপে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা কর।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

২৪. সূরা তোয়াহা (৬৫-৭০) | বিষয়: সংঘর্ষ | পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২-৩

قَالُوْا يَا مُوْسٰى إِمَّآ أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقٰى (২০:৬৫) قَالَ بَلْ أَلْقُوْا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ - يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى (২০:৬৬) - فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى (২০:৬৭) - قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى (২০:৬৮) - وَأَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتٰى (২০:৬৯) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى (২০:৭০) لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

২০.৬৫) তারা বলল, হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।

২০.৬৬) মূসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের যাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হল যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।

২০.৬৭) তখন মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল।

২০.৬৮) আমি বললাম, 'তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে'।

২০.৬৯) 'আর তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও। তারা যা করেছে, এটা সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। আর যাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না'।

২০.৭০) অতঃপর যাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম'।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

২৫. সূরা মুমিনূন (৯৭-৯৮) | বিষয়: শয়তান থেকে রক্ষার দো'আ | পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৩

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ (২৩:৯৭) وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ (২৩:৯৮)

২৩.৯৭) আর বল, 'হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই'।

২৩.৯৮) আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।'

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

২৩. সূরা মুমিনূন (১১৫-১১৮) | বিষয়: শয়তানকে ঘৃণা করানো | পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ (২৩:১১৫)

فَتَعَالَى اللّٰهُ (আল্লাহ্ ডাকছেন আপনাকে)

الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ (২৩:১১৬)

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ (২৩:১১৭)

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (২৩:১১৮)

২৩.১১৫) 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না'?

২৩.১১৬) সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।

২৩.১১৭) আর যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কাছে প্রমাণ নেই; তার হিসাব কেবল তার রবের কাছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।

২৩.১১৮) আর বল, 'হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

২৬. সূরা আশ-শুআরা (৮০) | বিষয়: দোয়া | পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (২৬:৮০)

২৬.৮০) 'আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন'।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

সূরা আস সাফফাত (৩৭) | পারা: ২৩ | মঞ্জিল: ৫ | রুকু: ১-৩

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿٣٧:١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٣٧:٢﴾
فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣٧:٣﴾
إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٣٧:٤﴾

এই জায়গায় আসলে সূরা ইখলাস পড়তে হবে

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٣٧:٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ ﴿٣٧:٦﴾
وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٣٧:٧﴾

এই জায়গায় এসে হালকা করে পিঠ মারতে হবে। আর পড়া পানিটা মুখে মারতে হবে খুব জোরে

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ
فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٣٧:٨﴾ دُحُوْرًا ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٣٧:٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٣٧:١٠﴾

৩৭.১) কসম সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের,
৩৭.২) অতঃপর (মেঘমালা) সু চা রু রূ পে পরিচালনাকারীদের,
৩৭.৩) আর উপদেশ গ্রন্থ (আসমানী কিতাব) তিলাওয়াতকারীদের;
৩৭.৪) নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ এক;
৩৭.৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তার রব এবং রব উদয়স্থলসমূহের।
৩৭.৬) নিশ্চয় আমি কাছের আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্যে সুশোভিত করেছি।
৩৭.৭) আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে হিফাযত করেছি।
৩৭.৮) তারা উর্ধ্বজগতের কিছু শুনতে পাবে না, কারণ প্রত্যেক দিক থেকে তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয়।
৩৭.৯) তাড়ানোর জন্য, আর তাদের জন্য আছে অব্যাহত আযাব।
৩৭.১০) তবে কেউ সতর্পণে কিছু শুনে নিলে তাকে পিছু তাড়া করে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

সূরা হা-মীম আস সাজদাহ (৪১) | পারা: ২৪ | মঞ্জিল: ৫ | রুকু: ৫

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۖ
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤١:٤٤﴾

(এখানে আল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছেন, বান্দা তোমার কি শেখা লাগবে?)

৪১.৪৪) আর আমি যদি এটাকে অনারবী ভাষায় কুরআন বানাতাম তবে তারা নিশ্চিতভাবেই বলত, 'এর আয়াতসমূহ বিশদভাষায় বর্ণিত হয়নি কেন'? এটি অনারবী ভাষায় আর রাসূল আরবী ভাষী! বল, 'এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের জন্য হবে অন্ধত্ব। তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান থেকে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ
يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ

কানের কাছে বার বার পড়তে হবে

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيْرًا (১৭-৯)

-إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ (৭৭-৫৬) فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ (৭৮-৭৮)
لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (৫৬-৭৯)

فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا إِلٰى
قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (৪৬-২৯)
قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ
إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا

কানের কাছে বার বার পড়তে হবে

أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِىْٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ (৪৬-৩০)
اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
يَا قَوْمَنَآ أَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ
لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (৪৬-৩১)
وَ مَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى
الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِىْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (৪৬-৩২)

৪৬.২৯) আর স্মরণ কর, যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল, 'চুপ করে শোন। তারপর যখন পাঠ শেষ হল তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল।

৪৬.৩০) তারা বলল, 'হে আমাদের কওম, আমরা তো এক কিতাবের বাণী শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করে আর সত্য ও সরল পথের প্রতি হিদায়াত করে'।

৪৬.৩১) 'হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন'।

৪৬.৩২) আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না সে যমীনে তাকে অপারগকারী নয়। আর আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক নেই। এরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

৩০ পারা আল আহকাফ (২৬-৩২) বিষয়: শয়তান, পৃষ্ঠা নং: ৩৫৬

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৫৫. সূরা আর-রহমান (৬৩-৬৭) । বিষয়: শয়তান । পৃষ্ঠাবৃদ্ধি: ২-৩

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا ۚ لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (৫৫-৩৩)

فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (৫৫-৩৪)

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ

وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (৫৫-৩৫)

فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (৫৫-৩৬)

৫৫.৩৩) হে জিন ও মানবজাতি, যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা থেকে বের হতে পার, তাহলে বের হও। কিন্তু তোমরা তো (আল্লাহর দেয়া) শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না।

৫৫.৩৪) সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

৫৫.৩৫) তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরণ করা হবে অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়া, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

৫৫.৩৬) সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৫৭. সূরা আল হাদীদ (১-৩) । বিষয়: শয়তান তাকায় থাকলে । পৃষ্ঠাবৃদ্ধি: ৩

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (৫৭-০১) - لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (৫৭-০২) - هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (৫৭-০৩) - هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (৫৭-০৪) - لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ (৫৭-০৫)

৫৭.১)আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫৭.২) আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

৫৭.৩) তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

৫৭.৪) তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৫৭.৫) আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ

মাথায় নখ রেখে বার বার পড়তে হবে

لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا

مُّتَصَدِّعًا

مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

اِتَّقِ اللّٰهَ اُخْرُجْ مِنْهَا يَا عَدُوَّ اللّٰهِ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (৫৯:২১)

৫৯.২১) এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি; হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (৫৯:২২)

৫৯.২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

রোগীকে বলতে হবে আল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছেন আমাদের অহংকার করা যাবে না।

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (৫৯:২৩)

৫৯.২৩) তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (৫৯:২৪)

৫৯.২৪) তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

৩৪. সূরা জ্বিন (১-২৩) । বিষয়: শয়তান । পারা-২৯: ১-৩

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا (٧٢:١)

يَّهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ

এই জায়গায় এসে রোগীসহ কালিমা পড়তে হবে

وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا (٧٢:٢)

وَأَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (٧٢:٣)

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا (٧٢:٤)

وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا - (٧٢:٥) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا - (٧٢:٦) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ أَحَدًا - (٧٢:٧) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا - (٧٢:٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ

فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا (٧٢:٩)

وَأَنَّا لَا نَدْرِيْ أَشَرٌّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (٧٢:١٠)

৭২.১) বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি
৭২.২) যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না'।
৭২.৩) 'আর নিশ্চয় আমাদের রবের মর্যাদা সমুন্নত। তিনি কোন সংগিনী গ্রহণ করেননি এবং না কোন সন্তান'।
৭২.৪) 'আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে অবাস্তব কথা- বার্তা বলত'।
৭২.৫) 'অথচ আমরা তো ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জিন কখনো আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করবে না'।
৭২.৬) আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।
৭২.৭) আর নিশ্চয় তারা ধারণা করেছিল যেমন তোমরা ধারণা করেছ যে, আল্লাহ্‌ কাউকে কখনই পুনরুত্থিত করবেন না।
৭২.৮) 'আর নিশ্চয় আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম*, কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম যে, তা কঠোর প্রহরী এবং উল্কাপিন্ড দ্বারা পরিপূর্ণ'।
৭২.৯) আর আমরা তো সংবাদ শোনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে বসতাম, কিন্তু এখন যে শুনতে চাইবে, সে তার জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড পাবে'।
৭২.১০) 'আর নিশ্চয় আমরা জানি না, যমীনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন'।

৩৫. কুল সূরা

সূরা আল কাফিরুন-১ বার,
সূরা ইখলাস-৩ বার,
সূরা ফালাক-৩ বার,
সূরা নাস-৩ বার

রুকইয়াহ আম্মা শেষ করার পর, উপস্থিত সবাই
নিজ নিজ হাতে ফুঁ দিয়ে পুরো শরীরে তিনবার দম করবে বা হাত বুলিয়ে নেবে।

শয়তান বের করা জন্য নিচের আয়াতগুলো বেশি বেশি পড়তে হবেঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰۗـــُٔوْهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۭ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

রুকইয়াহ করতে করতে শয়তান হাজির হয়ে গেলে নিচের আয়াত ও শব্দগুলো বেশি করে পড়তে হবে।

اَلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ , قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ
فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ , وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
اُخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ , اُخْرُجْ مِنْهَا يَا عَدُوَّ اللّٰهِ , اُخْرُجْ يَا مُشْرِكُ
فَإِلَّمْ تَخْرُجْ , لَاَضْرِبَنَّكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ , لَاَقْتُلَنَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ
فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ

রুকইয়াহ আম্মা শেষ করার পর, তেলাওয়াতের সময় যে পানিতে ফুঁ দেওয়া হয়েছে, সেই পানি অন্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে রোগী গোসল করবে এবং একইভাবে অন্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে তা পান করবে।

রুকইয়াহ তওবা

যিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যাবেন, তার কোনো রোগ থাকবে না। আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার মাধ্যম হলো আন্তরিক তওবা। রোগীকে বারবার তওবা করানো হবে, যেন সে নিজের গুনাহ স্মরণ করে করে তওবা করতে পারে। রুকইয়া তওবার শেষে রোগী নিরিবিলি সময়ে দুই রাকাত নফল তওবার নামাজ আদায় করবেন। সে নামাজের রুকু ও সেজদায় গিয়ে "আল্লাহুম্মা ইন্নি তুবতু..." দোয়াটি এমন সংখ্যকবার পড়বেন, যতবার পড়লে তার অন্তর সাক্ষ্য দেবে—"আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।"
রুকইয়ার তওবার আয়াতগুলো আবেগময় কণ্ঠে পড়তে হবে—মমতা ও দরদের সাথে। আম্মা, তওবা, কিতাল, হারক এর মতো ধমকের সুরে নয়।

রুকইয়াহ তাওবার ক্ষেত্রে প্রতিটি আয়াত শেষে রোগী এই দুআটা পড়বে।
দুআ বলতে এই দুআটাকেই বোঝানো হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আহকাফ: ৪৬:১৫।

যে সূরার যে আয়াতগুলো পড়তে হয়।

- ১. সূরা বাক্বারাহ-(১৬০)
- ২. সূরা বাক্বারাহ-(২২২ অংশ বিশেষ)
- ৩. সূরা নিসা-(১৭-১৮)
- ৪. সূরা নিসা-(২৭)
- ৫. সূরা নিসা-(৬৪)
- ৬. সূরা নিসা-(১৪৬)
- ৭. সূরা মায়িদাহ-(৩৯)
- ৮. সূরা মায়িদাহ-(৭৪)
- ৯. সূরা আনআম-(৫৪)
- ১০.সূরা আরাফ-(১৫৩)
- ১১.সূরা আত তাওবা-(২৭)
- ১২.সূরা আত তাওবা-(১০২-১০৪)
- ১৩.সূরা আত তাওবা-(১১২)
- ১৪.সূরা আত তাওবা-(১১৭-১১৮)
- ১৫.সূরা হুদ-(৩)
- ১৬.সূরা হুদ-(৫২)
- ১৭.সূরা নাহল-(১১৯)
- ১৮.সূরা মারইয়াম-(৬০)
- ১৯.সূরা নূর-(৩১)
- ২০.সূরা ফুরকান-(৭০)
- ২১.সূরা ফুরকান-(৭১)
- ২২.সূরা কাসাস-(৬৭)
- ২৩.সূরা গাফির-(৩)
- ২৪.সূরা গাফির-(৭)
- ২৫.সূরা শুরা-(২৫)
- ২৬.সূরা তাহরীম-(৮)
- ২৭.সূরা নাসর-(৩)

বিষয়	আরবি	অর্থ
রুকইয়াহ তাওবার	রুকইয়াহ আম্মার মতই প্রতিটা ভিন্ন বিষয় পড়ার আগে এটা পড়তে হবে। أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ	আমি পানাহ চাই আল্লাহর নিকট যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, অভিশপ্ত শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা, দম্ভ ও যাদু টোনা থেকে।

২. সূরা বাকারা আয়াত ১৬০	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ	২:১৬০) তাদের ছাড়া, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
৩. সূরা বাকারা ২২২	إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ	২.২২২) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।
৫. সূরা নিসা আয়াত ১৭-১৮	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ (إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا * لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا	৪:১৭)নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ৪:১৮)আর তাওবা নাই তাদের, যারা অন্যায় কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম, আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।
৪. সূরা নিসা আয়াত ২৭	وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا	৪:২৭)আর আল্লাহ চান তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা প্রবলভাবে (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হও।

৫. সূরা নিসা আয়াত ৬৪	وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّآ أَنْتَ	৪:৬৪) আর আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তারা- যখন নিজদের প্রতি যুলম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।
৬. সূরা নিসা আয়াত ১৪৬	إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	৪:১৪৬) তবে যারা তাওবা করে নিজদেরকে শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজদের দীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন।
৭. সূরা মায়িদাহ আয়াত ৩৯	فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	৫:৩৯)অতঃপর যে তার যুলমের পর তাওবা করবে এবং নিজকে সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৮. সূরা মায়িদার আয়াত ৭৪	أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	৫:৭৪) সুতরাং তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
	(নামাজ) **দুই রাকাত নফল নামাজ সিজদায় গিয়ে** اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ **দুআটা যতবার পারা যায় পড়তে হবে।**	
৯৯. সূরা আল আনআম আয়াত ৫৪	وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	৬:৫৪)আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম'। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১০০. সূরা আল আরাফ আয়াত ১৫৩	وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَآمَنُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ	৭:১৫৩)আর যারা খারাপ কাজ করল, তারপর তাওবা করল এবং ঈমান আনল, নিশ্চয় তোমার রব এরপরও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৫. সূরা আল-তাওবা আয়াত ১৭	ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	৯:২৭)এরপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা তাদের তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২৬. সূরা আল-তাওবা আয়াত ১০২-১০৪	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اَللّٰهُمَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً * (কিছু অর্থ সদকা করা) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (আল্লাহর ভালো বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা) وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ	৯:১০২) আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯:১০৩) তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৯:১০৪)তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদাকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
২৭. সূরা আল-তাওবা আয়াত ১১২	اَلتَّآئِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ যখন দুজন জন্নাতে পৌঁছাবেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ	৯:১১২) তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজ্‌দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।

৯. সূরা আত-তাওবা আয়াত ১১৭,১১৮	لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ * وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ	৯:১১৭) অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। ৯:১১৮)আর সে তিন জনের (তাওবা কবুল করলেন), যাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিকট তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। আর তারা নিশ্চিত বুঝেছিল যে, আল্লাহর আযাব থেকে তিনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তাওবা কবুল করলেন, যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
১০. সূরা হূদ আয়াত ৩	وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ثُمَّ تُوْبُوْا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ	১১:৩)আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তার কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং প্রত্যেক আমলপ্রাপ্তকে তাঁর আমলপ্রাপ্য স্বাভাবিক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের আযাবের ভয় করছি।
১১. সূরা হূদ আয়াত ৫২	وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	১১:৫২)'হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও অতঃপর তার কাছে তাওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো না'।

১৬. সূরা নাহল আয়াত ১১৯	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ	১৬:১১৯) তাবপব নিশ্চয় তোমাব বব তাদেব জন্য, যাবা অজ্ঞাতসাবে মন্দ কাজ কবেছে, এবপব তাবা তওবা কবেছে এবং পবিশুদ্ধ হয়েছে। নিশ্চয় তোমাব বব এসবেব পব পবম ক্ষমাশীল, পবম দয়ালু।
১৯. সূরা মারইয়াম আয়াত ৬০	إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	১৯:৬০)তবে তাবা নয় যাবা তাওবা কবেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম কবেছে; তাবাই জান্নাতে প্রবেশ কববে এবং তাদেব প্রতি কোন যুলম কবা হবে না।
২৪. সূরা নূর আয়াত ৩১	وَتُوبُوٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ	২৪:৩১) হে মুমিনগণ, তোমবা সকলেই আল্লাহব নিকট তাওবা কব, যাতে তোমবা সফলকাম হতে পাব।
২৫. সূরা ফুরকান আয়াত ৭০	إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	২৫:৭০) তবে যে তাওবা কবে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম কবে। পবিণামে আল্লাহ তাদেব পাপগুলোকে পুণ্য দ্বাবা পবিবর্তন কবে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পবম দয়ালু।
২৫. সূরা ফুরকান আয়াত ৭১	وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهٗ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	২৫:৭১) আব যে তাওবা কবে এবং সৎকাজ কবে তবে নিশ্চয় সে পবিপূর্ণভাবে আল্লাহব দিকে প্রত্যাবর্তন কবে।

৯৯. সূরা নাহল আয়াত ১১৯	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ	১৬:১১৯) তারপর নিশ্চয় তোমার রব তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশে মন্দ কাজ করেছে, এরপর তারা তওবা করেছে এবং পরিশুদ্ধ হয়েছে। নিশ্চয় তোমার রব এসবের পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১০০. সূরা মায়েদাহ আয়াত ৩৯	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	১৯:৬০)তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলম করা হবে না।
১০১. সূরা নূর আয়াত ৩১	وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	২৪:৩১) হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।
১০২. সূরা ফুরকান আয়াত ৭০	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	২৫:৭০) তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১০৩. সূরা ফুরকান আয়াত ৭১	وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	২৫:৭১) আর যে তাওবা করে এবং সৎকাজ করে তবে নিশ্চয় সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

২২. সূরা কাসাস আয়াত ৬৭	فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	২৮:৬৭) তবে যে তাওবা করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
২৩. সূরা আল মু'মিন আয়াত ৩	غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ (اَللّٰهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ) اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَسْتَجِيْرُكَ مِنَ النَّارِ ذِى الطَّوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ	৪০:৩)তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর আযাবদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।
২৪. সূরা আল মু'মিন আয়াত ৭	اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	৪০:৭)যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, 'হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন'।
২৫. সূরা আশ শুরা আয়াত ২৫	وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	৪২:২৫)আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা কর, তা তিনি জানেন।

২৬. সূরা তাহরীম আয়াত ৮	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا . اللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	৬৬:৮)হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।'
২৭. সূরা নাসর আয়াত ৩	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (বেশি বেশি আল্লাহর জিকির ও তাসবিহ পাঠ করা) وَاسْتَغْفِرْهُ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	১১০:৩) তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

সংক্ষিপ্ত রুকইয়াহ কিতাল

আয়াতুল কিতাল 'হত্যা, যুদ্ধ, মৃত্যু এবং ধ্বংস' সংক্রান্ত আয়াত।
রুকইয়াহ আম্মা ও তাওবা শেষ করার পর কিতাল করতে হয়।

আল্লাহর হুকুমে শয়তানকে হত্যা করা হয়। এ সময় তেলাওয়াত জোরালো ও দৃঢ় হবে। আয়াতগুলো পড়ার সময় রোগীর গলা, হাতের কব্জি ইত্যাদি জায়গায় প্রতীকীভাবে হাত দিয়ে "পোঁচ" (ছুরি চালানোর ভঙ্গি) দেওয়া হবে, যেন মনে হয় কেটে ফেলা হচ্ছে। হাত-পায়ের ক্ষেত্রে নিয়ম হবে—যখন ডান হাত "কাটা" হবে, তখন বাম পায়ের গিরায় "পোঁচ" দেওয়া হবে। আবার যখন বাম হাত, তখন ডান পায়ে।

যে সূরার যে আয়াতগুলো পড়তে হয়।

- ১. সূরা বাক্বারাহ- (১৭৮)
- ২. সূরা বাক্বারাহ- (১৯০-১৯৩)
- ৩. সূরা বাক্বারাহ- (২১৬-২১৭)
- ৪. সূরা বাক্বারাহ- (২৫১)
- ৫. সূরা আলে-ইমরান- (১২-১৩)
- ৬. সূরা নিসা- (৬৬)
- ৭. সূরা নিসা- (৭৫-৭৬)
- ৮. সূরা নিসা- (৯১)
- ৯. সূরা মায়িদাহ- (৩২-৩৩)
- ১০. সূরা আনফাল- (১৭-১৯)
- ১১. সূরা আনফাল- (৩৯-৪০)
- ১২. সূরা আত-তাওবা- (৫)
- ১৩. সূরা আত-তাওবা- (১২-১৫)
- ১৪. সূরা আত-তাওবা- (২৯)
- ১৫. সূরা আল-আম্বিয়া- (৩৪-৩৫)
- ১৬. সূরা আল-মুমিনুন- (১৫-১৬)
- ১৭. সূরা আল-আনকাবূত- (৫৭)
- ১৮. সূরা আস-সাজদাহ- (১১)
- ১৯. সূরা আল-আহযাব- (১৬-১৭)
- ২০. সূরা মুহাম্মাদ আয়াত- (৪)

অর্থ	আরবি	ক্রমিক
আমি পানাহ চাই আল্লাহর নিকট যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, অভিশপ্ত শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা, দম্ভ ও যাদু টোনা থেকে।	রুকইয়াহ আম্মার মতই প্রতিটা ভিন্ন বিষয় পড়ার আগে এটা পড়তে হবে। أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ	রুকইয়াহ তাওবা

২. সূরা বাক্বারাহ- (১৭৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٨)

(১৭৮) হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

২. সূরা বাক্বারাহ- (১৯০-১৯৩)

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (١٩٠) وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ (١٩١) فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (١٩٣)

(১৯০) আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর এবং তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান।(১৯২)অতএব, যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৯৩) আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই।

৩. সূরা বাকারাহ- (২১৬-২১৯)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ
تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا
شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُوْنَ (٢١٦) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيْهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۙ وَ
اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى
يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ
يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢١٧)

(২১৬)তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না ।(২১৭) তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে লড়াই করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়'। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে। আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী । তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

৪. সূরা বাকারাহ- (২৫১)

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ
وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ (٢٥١)

(২৫১) অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে যা ইচ্ছা শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল।

৫. সূরা আলে-ইমরান- (১২-১৩)	قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْأَبْصَارِ (١٣)	(১২) তুমি কাফিরদেরকে বল, 'তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল'! (১৩) নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফির। তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ওদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা যাকে চান শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা।
৬. সূরা নিসা আয়াত ৬৬	وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا (٦٦)	(৬৬) আর যদি আমি তাদের উপর লিখে দিতাম যে, তোমরা নিজদের হত্যা কর কিংবা নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের কম সংখ্যক লোকই তা বাস্তবায়ন করত। আর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয় যদি তারা তা বাস্তবায়ন করত, তাহলে সেটি হত তাদের জন্য উত্তম এবং স্থিরতায় সুদৃঢ়।
৭. সূরা নিসা আয়াত ৭৫-৭৬	وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا (٧٥) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا (٧٦)	(৭৫) আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।' (৭৬) যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।

৫. সূরা নিসা আয়াত ৯১	سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَ يَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَ يُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (٩١)	(৯১) তোমরা অচিরেই অন্য লোককে পাবে, যারা তোমাদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং নিরাপত্তা চাইবে তাদের কওমের কাছে। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরানো হয়, তারা সেখানে ফিরে যায়। সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব উপস্থাপন না করে এবং নিজদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি।
৬. সূরা মায়িদাহ আয়াত (৩২-৩৩)	مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ (٣٢) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ	(৩২) এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী। (৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব।
৯. সূরা আনফাল (১৭-১৯)	فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٧) ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ (١٨) اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَوْ كَثُرَتْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ	(১৭) সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন এবং যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে পুরস্কৃত করেন উত্তম পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১৮) এই (হল ঘটনা) এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে। (১৯) যদি তোমরা বিজয় কামনা করে থাক, তাহলে তো তোমাদের নিকট বিজয় এসে গিয়েছে। আর যদি তোমরা বিরত হও, তাহলে সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনরায় কর, তাহলে আমিও পুনরায় করব এবং তোমাদের দল কখনো তোমাদের কোন উপকারে আসবে না যদিও তা অধিক হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন।

৯. সূরা আনফাল- (৩৯-৪০)	وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٣٩) وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ	(৩৯) আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। (৪০) আর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।
১০. সূরা তাওবা- আয়াত ৫	فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	(৫) অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১০. সূরা তাওবা- আয়াত (১২-১৫)	وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (١٢) اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٣) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (١٤) وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ	(১২) আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়। (১৩) তোমরা কেন এমন কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না, যারা তাদের কসম ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, আর তারাই প্রথমে তোমাদের সাথে আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ আল্লাহ অধিক উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হও। (১৪) তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন। (১৫) আর তাদের অন্তরসমূহের ক্রোধ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৯৪. সূরা আত-তাওবা আয়াত ২৯	قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ	(২৯) তোমরা লড়াই কর তাহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা সহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।
৯৫. সূরা আল-আম্বিয়া (৩৪-৩৫)	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۭ اَفَاۗىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۭ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ (٣٥)	(৩৪) আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে? (৩৫) প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।
৯৬. সূরা আল-মুমিনূন (১৫-১৬)	ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ (١٥) ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ (١٦)	(১৫) এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। (১৬) তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।
৯৭. সূরা আল-আনকাবুত (৫৭)	كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ (٥٧)	(৫৭) প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, তারপর আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩২. সূরা আস-সাজদাহ (১১)	قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ (١١)	(১১) বল, 'তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর ফেরেশতা যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে'।
৩৩. সূরা আল-আহযাব (১৬-১৭)	قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا (١٧)	(১৬) বল, 'যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তবে পালানো তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আর সে ক্ষেত্রে তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে'। (১৭) বল, 'আল্লাহ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান? অথবা তিনি তোমাদের রহমত দান করতে ইচ্ছা করেন (কে তোমাদের ক্ষতি করবে)'। আর তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।
৪৭. সূরা মুহাম্মাদ আয়াত ৪	فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۠ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ	(৪) অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়*। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না।

সংক্ষিপ্ত রুকইয়াহ হারক

আয়াতুল হারক অর্থাৎ কোরআনুল কারিমের জাহান্নাম ও আযাব সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। রুকইয়াহ আম্মা, তাওবা ও কিতাল শেষ করার পর হারক করতে হয়। এই আয়াতগুলো দ্বারা শয়তানকে ঝালিয়ে দেওয়া হয়। আয়াত পড়ার সময় মাঝে মাঝে রোগীকে ফু দিবো।

যে সূরার যে আয়াতগুলো পড়তে হয়।

- ১. সূরা আল বাকারাহ- ২৬৬
- ২. সূরা আলে ইমরান- ১০
- ৩. সূরা আলে ইমরান- ১১৬
- ৪. সূরা আলে ইমরান- ১৮১
- ৫. সূরা আন নিসা- ৫৬
- ৬. সূরা আল মায়েদা- ৩৭
- ৭. সূরা আল আনআম- ১২৮
- ৮. সূরা আল আনফাল- ৫০
- ৯. সূরা আল ইবরাহিম- ১৫-১৭
- ১০. সূরা আল ইবরাহিম- ৪৯-৫০
- ১১. সূরা আল হিজর- ১৬-১৮
- ১২. সূরা আল কাহাফ- ২৯
- ১৩. সূরা আল মারিয়াম- ৪
- ১৪. সূরা ত্বহা- ৯৭
- ১৫. সূরা আল আম্বিয়া- ৬৮
- ১৬. সূরা আল আম্বিয়া- ৯৮
- ১৭. সূরা আল হজ্ব- ৯
- ১৮. সূরা আল হজ্ব- ১৯-২২
- ১৯. সূরা আল মুমিনুন- ১০৩-১০৪
- ২০. সূরা আন নামল- ৯০
- ২১. সূরা আল আনকাবুত- ২৪
- ২২. সূরা আল আহযাব- ৬৬
- ২৩. সূরা আল ফাতির- ৩৬-৩৭
- ২৪. সূরা আস সফফাত- ৭-১০
- ২৫. সূরা আয যুমার- ১৬
- ২৬. সূরা আয যুমার- ১৯
- ২৭. সূরা আল গাফির- ৬
- ২৮. সূরা আল গাফির- ৭২
- ২৯. সূরা আল ফুসসিলাত- ৪০
- ৩০. সূরা আদ-দুখান- ৪৩-৫০
- ৩১. সূরা মুহাম্মদ- ১৫
- ৩২. সূরা আন নাজম- ১
- ৩৩. সূরা আল কমার- ৪৮
- ৩৪. সূরা আর রহমান- ৩১-৩৬
- ৩৫. সূরা আল ওয়াকিয়াহ- ৫১-৫৫
- ৩৬. সূরা আল মূলক- ৫-৯
- ৩৭. সুরা আল জ্বীন- ৮-৯
- ৩৮. সুরা আল জ্বীন- ১৪-১৫
- ৩৯. সূরা আল বুরুজ- ১০
- ৪০. সূরা আল লাইল- ১৪ -১৬
- ৪১. সূরা আল ক্বারিয়াহ- ৮-১
- ৪২. সূরা আল হুমাজাহ- ৪-৯

বিষয়	আরবি	অর্থ
রুকইয়াহ আম্মার মতো	রুকইয়াহ আম্মার মতই প্রতিটা ভিন্ন বিষয় পড়ার আগে এটা পড়তে হবে। أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ	আমি পানাহ চাই আল্লাহর নিকট যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, অভিশপ্ত শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা, দম্ভ ও যাদু টোনা থেকে।

২. সূরা আল বাক্বারাহ: আয়াত ২৬৬	أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ	২.২৬৬) তোমাদের কেউ কি কামনা করে, তার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের এমন একটি বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ-নদী, সেখানে তার জন্য থাকবে সব ধরনের ফল-ফলাদি, আর বার্ধক্য তাকে আক্রান্ত করবে এবং তার জন্য থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি। অতঃপর বাগানটিতে আঘাত হানল ঘূর্ণিঝড়, যাতে রয়েছে আগুন, ফলে সেটি জ্বলে গেল? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।
৩. সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ	৩.১০) নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর আযাব থেকে কখনও কোন কাজে আসবে না এবং তারাই আগুনের জ্বালানি।
৩. সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১১৬	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	৩.১১৬) নিশ্চয় যারা কুফরী করে, আল্লাহর বিপক্ষে তাদের ধন-সম্পদ না তাদের কোন কাজে আসবে, আর না তাদের সন্তানাদি। আর তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।
৪. সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৮১	لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ	৩.১৮১) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী'। অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা বলেছে এবং নবীদেরকে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও এবং আমি বলব, 'তোমরা উত্তপ্ত আযাব আস্বাদন কর'।
৫. সূরা আন নিসা: আয়াত ৫৬	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا	৪:৫৬) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬. সূরা আল মায়েদা: আয়াত ৩৭	يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ	৫.৩৭) তারা চাইবে আগুন থেকে বের হতে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হবার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব
৭. সূরা আল আনআম: আয়াত ১২৮	وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَ قَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ	৬.১২৮) আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন বলবেন, 'হে জিনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে' এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাদের অভিভাবকরা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা সাভবান হয়েছি এবং আমরা সে সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন'। তিনি বলবেন, 'আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে। তবে আল্লাহ যা চান (তা ভিন্ন)'। নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।
৮. সূরা আল আনফাল আয়াত ৫০	وَ لَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ	৮.৫০) আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করছিল, তাদের চেহারায় ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর (বলছিল) 'তোমরা জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন কর'।
৯. সূরা আল ইবরাহিম: আয়াত ১৫-১৭	وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (١٥) مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ এই স্থানে আসলে রোগীকে পানি পান করাতে হবে يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ (١٦) كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَّمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ (١٧)	১৪.১৫) আর তারা বিজয় কামনা করল, আর ব্যর্থ হল সকল স্বেচ্ছাচারী, হঠকারী। ১৪.১৬) এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে। ১৪.১৭) সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর চারদিক থেকে সকল স্থান থেকে মৃত্যু যেয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর পরেও রয়েছে কঠিন আযাব।
১০. সূরা আল ইবরাহিম: আয়াত ৪৯-৫০	وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ (٥٠) পানি ছিটাতে হবে	১৪. ৪৯) আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা। ১৪. ৫০) তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে।

১৫. সূরা আল হিজর: আয়াত ১৬-১৮	وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ (١٦) وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (١٧) اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ (١٨) এই স্থানে আসলে রোগীর গায়ে ফু দিতে হবে	১৫. ১৬) আর আমি আসমানে গ্রহপুঞ্জ করেছি, বহুপথসমূহ এবং তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি দর্শকদের জন্য। ১৫. ১৭)আর আমি তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে। ১৫. ১৮) তবে যে গোপনে শোনে, তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়।
১৮. সূরা আল কাহাফ: আয়াত ২৯	وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۟ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩) এই স্থানে আসলে রোগীর গায়ে পানি পান/ছিটা দিতে হবে	১৮. ২৯) আর বল, "সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল!"
১৯. সূরা আল মারিয়াম: আয়াত ৪	قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا এই আয়াত পড়ে মাথায় হালকা করে বাড়ি দিতে হবে	১৯.০৪) সে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যবশত আমার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব, আপনার নিকট দো'আ করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি'।
২০. সূরা ত্বোয়া হা: আয়াত ৯৭	قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ এই আয়াত পড়ে রোগীর গায়ে হালকা করে ছুয়ে দিলে শয়তান কষ্ট পাবে। وَ اِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰۤى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا	২০. ৯৭) মূসা বলল, 'যাও, তোমার শাস্তি হল, জীবদ্দশায় তুমি বলতে থাকবে, 'আমি অস্পৃশ্য'। আর তোমার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রইল যার কখনো ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার ইলাহের প্রতি চেয়ে দেখ, যার পূজায় তুমি ব্রত ছিলে, আমরা তা অবশ্যই ঝালিয়ে দেব। তারপর বিক্ষিপ্ত করে তা সাগরে নিক্ষেপ করবই'।
২১. সূরা আল আম্বিয়া: আয়াত ৬৮	قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْۤا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ	২১. ৬৮) তারা বলল, "তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও"

২৬. সূরা আল আম্বিয়া: আয়াত ৯৮	اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ	২১.৯৮) নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে।
২৭. সূরা আল-হজ্ব: আয়াত ৯	ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ এই স্থানে আসলে রোগীর বুকে ফুঁ দিতে হবে	২২.৯) সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করাব।
২৮. সূরা আল-হজ্ব: আয়াত: ১৯-২২	هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ এই স্থানে আসলে রোগীর মাথায় হালকা পানি দিয়ে থাপ্পর দিতে হবে يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ (١٩) يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ (٢٠) وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ (٢١) كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۬ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ	২২. ১৯)এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। ২২. ২০) যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। ২২.২১) আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। ২২.২২) যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে তা থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন কর।
২৯. সূরা আল মুমিনূন: আয়াত ১০৩-১০৪	وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ (١٠٤)	২৩.১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করল; জাহান্নামে তারা হবে স্থায়ী। ২৩.১০৪)আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট।
৩০. সূরা আন নামল: আয়াত ৯০	وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ	২৭.৯০) আর যারা মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে; (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা যে আমল করেছ তারই প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হল'।

২৯. সূরা আল আনকাবুত: আয়াত ২৪	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ	২৯.২৪) অতঃপর ইবরাহীমের কওমের জবাব ছিল কেবল এই যে, তারা বলল, 'ওকে হত্যা কর অথবা জ্বালিয়ে দাও।' অতঃপর আল্লাহ আগুন থেকে তাকে রক্ষা করলেন; নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে, সেই কওমের জন্য।
৩৩. সূরা আল আহযাব: আয়াত ৬৬	يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا	৩৩.৬৬) যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম'!
৩৫. সূরা আল ফাতির: আয়াত ৩৬-৩৭	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ (٣٧)	৩৫.৩৬) আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৩৫.৩৭) আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করে নিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব'। (আল্লাহ বলবেন) 'আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।
৩৭. সূরা আস সাফফাত: আয়াত ৭-১০	وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩) اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)	৩৭.০৭) আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে হিফাযত করেছি। ৩৭.০৮) তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শুনতে পায় না, কারণ প্রত্যেক দিক থেকে তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় (উল্কাপিন্ড)। ৩৭.০৯) তাড়ানোর জন্য, আর তাদের জন্য আছে অব্যাহত আযাব। ৩৭.১০) তবে কেউ সাম্পর্পণে কিছু শুনে নিলে তাকে পিছু তাড়া করে ধ্বংস উল্কাপিন্ড।

৩৯. সূরা আয যুমার: আয়াত ১৬	لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ (١٦)	৩৯.১৬) তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এরদ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। 'হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকেই ভয় কর'।
৩৯. সূরা আয যুমার: আয়াত ১৯	اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ	৩৯.১৯) যার ব্যাপারে আযাবের হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে, তুমি কি তাকে উদ্ধার করতে পারবে, যে আছে জাহান্নামে?
৪০. সূরা আল গাফির: আয়াত ৬	وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (٦)	৪০.০৬) আর এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে তোমার রবের বাণী সত্যে পরিণত হল যে, নিশ্চয় এরা জাহান্নামী
৪০. সূরা আল গাফির: আয়াত ৭২	فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ	৪০.৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।
৪১. সূরা আল ফুসসিলাত: আয়াত ৪০	اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٤٠)	৪১.৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি উত্তম, না যে কিয়ামত দিবসে নিরাপদভাবে উপস্থিত হবে? তোমাদের যা ইচ্ছা আমল কর। নিশ্চয় তোমরা যা আমল কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

৩৩. সূরা আদ-দুখান: আয়াত ৪৩-৫০

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ (٤٣) طَعَامُ الْاَثِيْمِ (٤٤)
كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ (٤٥) كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ
(٤٦) خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ (٤٧)
ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ (٤٨)

এই স্থানে আসলে রোগীর মাথায় হাল্কা পানি দিয়ে থাপ্পর দিতে হবে

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ (٤٩)

এই স্থানে আসলে রোগীকে পানি পান করাতে হবে

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ (٥٠)

৪৪.৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ
৪৪.৪৪) পাপীর খাদ্য;
৪৪.৪৫) গলিত তামার মত, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে।
৪৪.৪৬) ফুটন্ত পানির মত
৪৪.৪৭) (বলা হবে) 'ওকে ধর, অতঃপর তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও'।
৪৪.৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।
৪৪.৪৯) (বলা হবে) 'তুমি আস্বাদন কর, নিশ্চয় তুমিই সম্মানিত, অভিজাত'।
৪৪.৫০) নিশ্চয় এটা তা-ই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।

৩২. সূরা মুহাম্মদ: আয়াত ১৫

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَاۤ اَنْهٰرٌ
مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ
مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ
سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ (١٥)

৪৭.১৫) মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

৫৩. সূরা আন নাজম: আয়াত ১

وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى

৫৩.০১) কসম নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়।

৩৩. সূরা সূরা আল কামার: আয়াত ৪৮

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا
مَسَّ سَقَرَ

৫৪.৪৮) সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের খোঁয়া আস্বাদন কর।

৩৪. সূরা আর রহমান: আয়াত ৩১-৩৬	سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ (٣١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٢) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (٣٣) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ (٣٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٦)	৫৫.১)হে মানুষ ও জিন, আমি অচিরেই তোমাদের (হিসাব-নিকাশ গ্রহণের) প্রতি মনোনিবেশ করব। ৫৫.২) সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ৫৫.৩৩) হে জিন ও মানবজাতি, যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা থেকে বের হতে পার, তাহলে বের হও। কিন্তু তোমরা তো (আল্লাহর দেয়া) শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না। ৫৫.৩৪) সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ৫৫.৩৫) তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরণ করা হবে অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়া, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। ৫৫.৩৬) সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? এই স্থানে আসলে রোগীর গায়ে পানি ছিটা দিতে হবে
৩৫. সূরা আল ওয়াকিআহ: আয়াত ৫১-৫৫	ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ (٥١) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ (٥٢) فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ (٥٣) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ (٥٤) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ (٥٥)	৫৬.৫১) তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা, ৫৬.৫২) তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছ থেকে খাবে, ৫৬.৫৩) অতঃপর তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। ৫৬.৫৪) তদুপরি পান করবে প্রচন্ড উত্তপ্ত পানি। ৫৬.৫৫) অতঃপর তোমরা তা পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়। এ স্থানে রোগীকে পানি পান করাতে হবে
৩৬. সূরা আল মুলক আয়াত ৫-৯	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ (٥) وَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ (٦) اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِيَ تَفُوْرُ (٧) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ (٨) قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ (٩)	৬৭.০৫) আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আযাব। ৬৭.০৬) আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর কতইনা নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল! ৬৭.০৭) যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার বিকট শব্দ শুনতে পাবে। আর তা উথলিয়ে উঠবে। ৬৭.০৮) ক্রোধে তা ছিন্ন-ভিন্ন হবার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি'? ৬৭.০৯) তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। তখন আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, "আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছ'।

৬৯. সূরা আল জ্বীন: আয়াত ৮-৯	وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا (٨) وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا (٩)	৭২.০৮) 'আর নিশ্চয় আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম যে, তা কঠোর প্রহরী এবং উল্কাপিন্ড দ্বারা পরিপূর্ণ'। ৭২.০৯) আর আমরা তো সংবাদ শোনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে বসতাম, কিন্তু এখন যে শুনতে চাইবে, সে তার জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড পাবে'।
৬৯. সূরা আল জ্বীন: আয়াত ১৪-১৫	وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤) وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥)	৭২.১৪) 'আর নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে আত্মসমর্পণকারী এবং আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সীমালংঘনকারী। কাজেই যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তারাই সঠিক পথ বেছে নিয়েছে'। ৭২.১৫) 'আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন'।
৮৫. সূরা আল বুরুজ: আয়াত ১০	اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ (١٠)	৮৫.১০) নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আযাব দেয়, তারপর তাওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার আযাব।
৪০.সূরা আল লাইল: আয়াত ১৪-১৬	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى (١٤) لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى (١٥) الَّذِىْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى (١٦)	৯২.১৪) অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন সম্পর্কে, ৯২.১৫) তাতে নিতান্ত হতভাগা ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না; ৯২.১৬) যে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।
৪১. সূরা আল কারিয়াহ: আয়াত ৮-১১	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ (٨) فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)	১০১.০৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, ১০১.০৯) তার আবাস হবে হাবিয়া। ১০১.১০) আর তোমাকে কিসে জানাবে হাবিয়া কী? ১০১.১১) প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।
৪২. সূরা আল হুমাযাহ: আয়াত ৪-৯	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ (٤) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ (٦) الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ (٧) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ (٨) فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (٩)	১০৪.০৪) কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা'য়। ১০৪.০৫) আর কিসে তোমাকে জানাবে হুতামা কি? ১০৪.০৬) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। ১০৪.০৭) যা হৃৎপিন্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ১০৪.০৮) নিশ্চয় তা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে। ১০৪.০৯) প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে।

খাবারের মাধ্যমে নববি চিকিৎসা

বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমেও নববি চিকিৎসা করা সম্ভব। সর্বাধিক প্রচলিত কিছু খাবার সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

১। কালোজিরা

কালোজিরা প্রসঙ্গে খালিদ ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস হচ্ছে, "আমরা (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন গালিব ইবনু আবযার। তিনি পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর আমরা মদীনায় আসলাম তখনও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাকে দেখাশোনা করতে আসেন ইবনু আবূ আতীক। তিনি আমাদের বললেনঃ তোমরা এই কালোজিরা সঙ্গে রেখো। এ থেকে পাঁচটি কিংবা সাতটি দানা নিয়ে পিষে খাবে, তারপর তন্মধ্যে যায়তুনের কয়েক ফোটা তৈল ঢেলে দিয়ে তার নাকের এ দিক-ওদিকের ছিদ্র পথে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢুকিয়ে দেবে। কেননা আয়িশা (রাঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ এই কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ।" (সহীহ বুখারি)

২। মধু

আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, "নবি (সা.)-এর কাছে একজন লোক এসে বলল, আমার ভাইয়ের পাতলা পায়খানা (উদরাময়) হচ্ছে। তিনি বলেন, তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করায়, তারপর এসে বলে, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমি তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তাতে পেটের পীড়া আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তাকে মধু পান করাও। বর্ণনাকারী বলেন, সে তাকে মধু পান করানোর পর এসে বলে, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমি তাকে তা পান করিয়েছি। কিন্তু এর ফলে তার পেটের পীড়া আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন (মধুতে নিরাময় আছে), কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা বলছে। আবার তাকে মধু পান করাও। অতএব, লোকটি তাকে মধু পান করায় এবং সে সুস্থ হয়ে ওঠে।" (তিরমিজি, হাদিস : ২০৮২)

৩। হিজামা (কাপিং থেরাপি)

হিজামার মাধ্যমে দূষিত রক্ত (Toxin) বের করে নেওয়া হয়। এতে শরীরের মাংসপেশিগুলোতে রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয়। পেশি, চামড়া, ত্বক ও শরীরের ভেতরের অরগানগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীর সতেজ ও শক্তিশালী হয়।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'জিব্রাইল (আ.) আমাকে জানিয়েছেন যে মানুষ চিকিৎসার জন্য যত উপায় অবলম্বন করে, তার মধ্যে হিজামাই হলো সর্বোত্তম।' (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৭৪৭০)

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, 'আমি মেরাজের রাতে যাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেছি, তাদের সবাই আমাকে বলেছে, 'হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার উম্মতকে হিজামার আদেশ করবেন'।'' (তিরমিজি শরিফ, হাদিস : ২০৫৩)

হিজামা দূষিত রক্ত টেনে বের করে আনে। এর ফলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'হিজামা গ্রহণকারী কতই উত্তম লোক। সে দূষিত রক্ত বের করে মেরুদণ্ড শক্ত করে এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে।' (তিরমিজি শরিফ, হাদিস : ২০৫৩)

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। এগুলো হলো—শিঙ্গা লাগানো, মধু পান করা ও আগুন দিয়ে গরম সেঁক দেওয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৬৮১)

হিজামার মাধ্যমে ব্যাকপেইন, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ে ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, মাথাব্যথা (মাইগ্রেন), ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, আর্থ্রাইটিস, বাত, ঘুমের ব্যাঘাত, থাইরয়েডের ব্যাঘাত, স্মৃতিশক্তিহীনতা, ত্বকের বর্জ্য পরিষ্কার, অতিরিক্ত স্রাব নিঃসরণ বন্ধ করা, অর্শ, অণ্ডকোষ ফোলা ও ফোড়া-পাঁচড়া ইত্যাদি প্রতিরোধ হয়। হিজামার ফলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, শরীর সতেজ হয় ও কর্মস্পৃহা বাড়ে।

৪। যায়তুনের তেল (অলিভ অয়েল)

উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, *"যায়তুনের তেল খাও এবং তা শরীরে মালিশ করো।"* (তিরমিজি)

৫। মিসওয়াক:

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি কারীম (সা.) বলেন, "মুখ পবিত্র রাখা ও প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের উপকরণ হল মিসওয়াক।" (সহিহ বুখারি)।

এছাড়াও আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি যদি উম্মতের উপর (কষ্ট হবার) আশঙ্কা না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাজেই মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।" (সহিহ বুখারি)

৬। নাবিজ:

নাবিজ হল এক প্রকার স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পানীয় যা শুকনো খেজুর বা কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে তৈরি করা হয়। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় পানীয়গুলোর একটি। বহু হাদিসে নাবিজের কথা বলা হয়েছে। অনেক ইসলামিক স্কলারও এই শরবতটির কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানও খেজুর বা কিশমিশ মিশ্রিত এই শরবতের গুণাবলির সত্যতা পেয়েছে।

আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, " যে ব্যক্তি নাবিজ পান করতে ইচ্ছা পোষণ করে, সে যেন কিশমিশ বা শুকনো খেজুর অথবা কাঁচা খেজুর দ্বারা আলাদাভাবে নাবিজ তৈরি করে তা পান করে।" (সহিহ মুসলিম)

প্রস্তুতপ্রণালীঃ

ক) খেজুর ব্যবহার করেঃ

১। একটি পানির বোতলে পরিষ্কার পানি নিতে হবে।

২। ৫-৭ টি খেজুর ধুয়ে নিতে হবে।

৩। খেজুরের দানাগুলো আলাদা করে নিয়ে খেজুরগুলো বোতলে ছেড়ে দিতে হবে।

৪। তারপর বোতলটির মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টা এভাবে রেখে দিতে হবে।

৫। তারপর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পান করতে হবে। ২৪ ঘণ্টার বেশি হয়ে গেলে আর পান করা যাবে না। কারণ তখন এটা মদ হয়ে যাবে।

খ) কিশমিশ ব্যবহার করেঃ

১। একই উপায়ে আধা কাপ কিশমিশ ধুয়ে একটি বড় গ্লাসে রাখতে হবে এবং গ্লাসে দুই কাপ পানি ঢেলে ঢেকে দিতে হবে।

২। ২৪ ঘণ্টা পর খালি পেটে বা ইফতারে এই পানি পান করতে হবে। কিশমিশগুলোও খেয়ে নিতে হবে।

সতর্কতাঃ খেজুর এবং কিশমিশ এক সাথে মিশিয়ে "নাবিজ" বানানো যাবে না। এটি স্বাস্থ্যের জন্য হানিকারক হবে।

নাবিজের উপকারিতা সংক্ষেপে:

১. এটি পাকস্থলীর এসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক সমস্যা দূর করে। ২. এটি হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। ৩. এটি শরীর থেকে বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়। ৪. এটি স্মরণশক্তি বাড়িয়ে দেয়। ৫. এটি গলা, বুক, ও প্রোস্টেট রোগের জন্য অত্যন্ত উপকারি। ৬.এটি এনগ্রাইটিস ও ইউরিক এসিডের রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী।

মনজিলের আমল বা ৩৩ আয়াত

নিরাপত্তার রক্ষাকবচ আল কুরআনের ৩৩ আয়াত।
এই ৩৩টি আয়াত হচ্ছে নিরাপত্তার ৩৩টি দেয়াল। শত্রুর অনিষ্টতা, খারাপ জিনের আসর ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে আমল করা যেতে পারে। এই আমলটি অনেকেই নিয়মিত আমল হিসেবে করে থাকেন বিধায় এই বইতে উল্লেখ করা হলো।
প্রথমে বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। তারপর নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ পড়তে হবে। তারপর, দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।
এরপর আবার বিসমিল্লাহ পড়তে হবে । তারপর পড়তে হবে নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ:

প্রথমে সূরা ফাতিহা

সূরা বাকারার প্রথম ৫ আয়াতঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-٥

সূরা বাকারা (২৫৫-২৫৭)

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ- ﴿٢٥٥﴾

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- ﴿٢٥٦﴾

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ- ﴿٢٥٧﴾

সূরা বাকারা (২৮৪-২৮৬)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - ٢٨٤
اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ - ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ - ٢٨٦

সূরা আরাফ (৫৪-৫৬)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ
يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ۗ اَلَا
لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - ٥٤
اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - ٥٥
وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِيْنَ - ٥٦

বনী ইসরাইল (১১০-১১১)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا - ١١٠
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ
الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا - ١١١

সূরা আস-সাফফাত: ১-১১

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ - ١١

সূরা আর-রহমান: ৩৩-৩৫

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا
لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ
مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ - ٣٥

সূরা হাশর: ২১-২৪

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ - ٢١
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - ٢٢
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - ٢٣
هُوَ اللّٰهُ الْخٰلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - ٢٤

সূরা আল-জিন: ১-৪

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِيْ إِلَى
الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
وَّلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَّأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا - ٤

হাদিস অনুসারে শয়তানের চক্রান্ত

হাদিস অনুসারে শয়তান কত কিছু করতে পারে তার কিছু নমুনা:
শয়তানই আমাদের চিরশত্রু। কোন মানুষ আমাদের শত্রু নয়। কোন মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে না। সব খারাপ কাজ শয়তানের প্ররোচনায় হয়। কোন মানুষ আল্লাহর সাথে শিরক করতে পারে না। শয়তানই এসব কাজ করায়। যদি শত্রুকে পরাজিত করতে চান তাহলে তার সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে। শয়তানের কিছু চক্রান্ত আমরা এই অধ্যায় থেকে জানব।

১। ইবলিসের আরশ:

শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয় স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর মাধ্যমে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন- ইবলিস পানির উপর তার আরশ স্থাপন করে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সে-ই যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, "আমি অমুক অমুক কাজ করেছি।" সে বলে, "তুমি কিছুই করোনি।" অতঃপর অন্যজন এসে বলে, "অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে দিইনি।" অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে "হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ।" বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন: "অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়।" [মুসলিম, হাদিস নং: ২৮১৩]
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদের সময় সতর্ক থাকা উচিত যেন উভয়ে শয়তানের প্ররোচনাতে পড়ে কোন ভুল না করে বসে।

২। শয়তান ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করে, আমলের কথা ভুলিয়ে দেয়, ওয়াসওয়াসা আসে শয়তান থেকে:

উসমান ইবনে আবুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন আমাকে তায়েফের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, তখন সালাতে আমার এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে লাগল যে, কত রাকাত পড়েছি তা মনে থাকত না। এ অবস্থা দেখে আমি সফর করে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট হাজির হলাম। তখন তিনি বললেন: "ইবনে আবুল আ'স নাকি?" আমি বললাম: "হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন এসেছ?" আমি বললাম: "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! সালাতে আমার এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, কত রাকাত পড়েছি তা বলতে পারি না।" তিনি বললেন: "তা শয়তানের কাজ। কাছে এসো।" আমি কাছে এসে দোজানু হয়ে বসলাম। রাবী বলেন: তখন তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং মুখে থুথু দিয়ে বললেন: "হে আল্লাহর শত্রু! বেরিয়ে যা। এটা তিনি তিন বার করলেন।" পরে বললেন: "যাও নিজের কাজে যোগ দাও।" উসমান (রা.) বলেন, "আল্লাহর কসম! এর পর শয়তান আমার অন্তরে আর কোন ওয়াসওয়াসা পয়দা করতে পারেনি।"
[সুনানে ইবনে মাজা': ৩৫৪৮]

৩। শয়তান বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে ইমানের মাঝে সন্দেহ তৈরি করে এবং কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকে:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে

কে সৃষ্টি করেছে? যখন বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং বিরত হয়ে যায়।
[সহিহ বুখারি: ৩২৭৬]

৪। জিন শয়তান মানুষের ক্ষতি করে:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: কোন কোন সাপ জিন। কাজেই, কেউ যখন তার ঘরে সাপ দেখে, তখন সে যেন তাকে তিনবার সতর্ক করে। এরপরও যদি সে ফিরে আসে তবে তাকে হত্যা করবে; কেননা, সে শয়তান। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫২৫৬]

৫। আজান ও ইকামতের সময় শয়তান পালিয়ে যায়, সালাতে ভুল করায় শয়তান:

নবি (সা.) বলেছেন, যখন নামাজের উদ্দেশ্যে আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান (আজানের স্থান) সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আজান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন (নামাজের জন্য) ইকামত দেওয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে অমুক অমুক বিষয় মনে করো। এমনকি সে ব্যক্তি আর স্মরণ রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাকাত পড়ল না চার রাকাত পড়ল। এমন যদি কারো হয়ে যায়, সে মনে রাখতে পারে না, সে কি তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত? তবে সে যেন দুটি সাহু সিজদা করে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩২৮৫]

৬। শয়তান নামাজের কাতারের মধ্যে ঢুকে ওয়াসওয়াসা দেয়:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়াও। এক কাতার অপর কাতারের নিকটে করো এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ আমি শয়তানকে নামাজের কাতারের মধ্যে বকরির ন্যায় প্রবেশ করতে দেখেছি। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৬৬৭]

৭। খিনযিব শয়তান মানুষের নামাজের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয়:

আবুল আলা (রহ.) বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! শয়তান আমার এবং আমার নামাজ ও কিরাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তা আমার জন্য এলোমেলো করে দেয়।" তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: ওটা এক (প্রকারের) শয়তান যার নাম 'খিনযিব'। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন (আউজুবিল্লাহ পড়ে) তার কবল থেকে আল্লাহর নামে আশ্রয় নিয়ে তিনবার তোমার বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করবে। তিনি বলেন: পরে আমি তা করলে আল্লাহ আমার থেকে তা দূর করে দিলেন। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৩১]

৮। হাই আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান তখন হাসে:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.) বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হাঁ' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩২৮৯]

৯। শয়তানের ওয়াশরুম:

যে ব্যক্তি ফজরের সময় উঠতে পারে না তার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দেয় এবং শয়তান ব্রেনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। অনেকের ক্ষেত্রে সফল হয়।
আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সা.) এর সামনে এক ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- সকালবেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, নামাজের জন্য (যথাসময়ে) জাগ্রত হয়নি, তখন তিনি (নবি (সা.)) ইরশাদ করলেন: শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১১৪৪]

১০। শয়তানের বেডরুম:

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবি (সা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে উঠল এবং অজু করল তখন তার নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা উচিত, কেননা শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত যাপন করেছে।'
শয়তান নাকে ঘুমায় যদি না কেউ জিকির বা দুআ পড়ে ঘুমায়। শয়তানের বেডরুম (নাক) নিঃসন্দেহে নাপাক হয়ে যায়। তাই, তিনবার ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

১১। স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সময়ে দুআ না পড়লে শয়তান শরিক হয়:

নবি (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ তাঁর স্ত্রীর সাথে বিশেষ সময়ে দুআ পড়লে তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪১]

১২। শয়তান মানুষকে রাগান্বিত করে ঝগড়া করায়, মাঝে মাঝে পাগল বানিয়ে ফেলে:

সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি (সা.)- এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দুজন লোক পরস্পর গালমন্দ করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবি (সা.) বললেন, আমি এমন একটি দুআ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শয়তান" আমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নবি (সা.) বলেছেন, তুমি যেন আল্লাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি? [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩২৮২]
গালমন্দ শয়তান থেকে আসে। শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে, রাগ উঠানোর জন্য শরীরের রগ ফুলিয়ে দেয়।
অনেক সময় রগ চেপে ধরে শয়তান মানবদেহে অঙ্গহানি ঘটায়। মাথার অভ্যন্তরভাগে VN(Vagus Nerve) চেপে ধরে যা মাথা থেকে কণ্ঠনালিতে এসেছে। ফলে সন্তান কথা বলতে পারে না। অনেক সময় রাগ উঠলেও মানুষ কথা বলতে পারে না। মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানে শয়তান যদি আক্রমণ করে মানুষ পাগল হয়ে যায়।
আমাদের রাগ থামানোর শক্তিশালী চিকিৎসা হল أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বেশি বেশি পড়া।

১৩। বাচ্চাদের মাঝে রাগ জিদ কান্না শয়তানের স্পর্শের কারণে হয়ে থাকে:

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (আলাইহিস সালাম)- এর ব্যতিক্রম। তারপর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, (এর কারণ হল মারইয়ামের মায়ের এ দুআ) "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৪৩১]
সন্তানের মা-বাবাদের এই দুআ বেশি বেশি পড়া প্রয়োজন:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ

১৪। শয়তানের কুদৃষ্টি:

আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: মহিলারা হচ্ছে আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। সে বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।
[সহিহ, মিশকাত (৩১০৯), ইরওয়া (২৭৩), তা'লীক আলা ইবনি খুযাইমা (১৬৮৫)]

জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান বেপর্দা নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়। ফলে তার বদনজরের প্রভাবে মেয়েদের নানা রোগ জন্ম নেয়।
শয়তান বেপর্দা নারী কে পুরুষদের চোখে সুন্দর করে তোলে যেন মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়। [তুহফাতুল আহওয়াজী]
বেপর্দা নারীকে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। [ফাইদুল কাদির]
পর্দানশীন মহিলার দিকে শয়তান আল্লাহর হুকুমে তাকাতে পারে না।

১৫। শয়তানের স্পর্শ:

যায়নব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বৃদ্ধা মহিলা আমাদের এখানে আসতো। সে চর্ম প্রদাহ রোগের তাবিজ দিতো। আমাদের একটি বড় পায়ার খাট ছিল। আব্দুল্লাহ প্রবেশ করার সময় কাশির আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি আমার কাছে আসলেন। সে তার আওয়াজ পেয়ে একটু জড়োসড়ো হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলেন, এবং তিনি একটি সুতার স্পর্শ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমি বললাম, এটা চর্ম প্রদাহ রোগের তাবিজ। তিনি সেটাকে টেনে ছিড়ে ফেললেন এবং ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন: আব্দুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: "মন্ত্র, তাবিজ ও মহব্বতের তাবিজ সব শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম: একদিন আমি বাইরে বের হলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। তখন আমার চোখ থেকে পানি পড়া শুরু হলো, এরপর যখন মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেই পানি পড়া বন্ধ হয়। কিন্তু মন্ত্র পড়া ছেড়ে দিলেই আবার পানি পড়া শুরু হয়। তিনি বললেন: এটা শয়তানের কাজ। তুমি যখন শয়তানের মর্জিমত কাজ করো তখন সে তোমাকে রেহাই দেয়, আর যখন তার মর্জির খেলাফ করো তখন সে তোমার চোখে তার আঙুলের গুঁতো দেয়। তার চেয়ে তুমি যদি তাই করতে, যা রাসুলুল্লাহ (সা.) করেছিলেন, তাহলে সেটা তোমার জন্য উত্তম হতো এবং শিফা লাভের ক্ষেত্রে ও অধিক সহায়ক হতো। তুমি তোমার চোখে পানি ছিটিয়ে এ দুআ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

"হে মানবের রব। কষ্ট দূর করো। শিফা দান করো। তুমিই শিফা দানকারী তোমার শিফা দান ছাড়া শিফা লাভ করা সম্ভব নয়, এমন শিফা যা কোন রোগ বাদ দেয় না"। [সুনানে ইবনে মাজা' হাদিস নং ৩৫৩০]

কুফরি মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করলে শয়তানের সাথে চুক্তি করা হয়। ফলে সে বিরত হয়ে যায় । মানুষ মনে করে সে সুস্থ হয়ে গেছে। অনেক সময় সফলও হয়, তবুও তা শরীয়ত সম্মত নয়।

১৬। শয়তানের বাঁশি:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: ঘন্টা শয়তানের বাঁশি। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৪৪১]

শয়তান নিজের সাথে ঘন্টি রাখে। কারো সাথে পরস্পর বাদানুবাদ হলে তা বাজায়। পরিস্থিতি বুঝে শয়তান বাঁশিও বাঝায়।

যতরকম কনসার্ট শোনা যায় তা সবই শয়তানের আবিষ্কার। গান-বাদ্য এই গুলো শয়তানের সুর যা মানুষের অন্তরে নিফাকি তৈরী করে।

১৭। শয়তান খাবারের সময় উপস্থিত হয়ে হালাল খাবার কে হারাম বানায়:

হুযায়ফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কোনো খাবার মজলিসে উপস্থিত হতাম, তখন তিনি শুরু করে তাতে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা আমাদের হাত রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একটি মেয়ে এমনভাবে এলো যেন তাকে তাড়িয়ে আনা হয়েছে এবং সে খাদ্যের মধ্যে হাত রাখতে উদ্যত হলো। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তার হাত ধরে ফেললেন । অতঃপর এক বেদুঈন এলো। তাকেও যেন কেউ তাড়িয়ে এনেছে। তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: নিশ্চয়ই শয়তান তখনই খাবারকে হালাল মনে করে, যখন তাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না। তাই সে (প্রথমে) ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল, যেন তার দ্বারা (খাবারটি নিজের জন্য) হালাল করতে পারে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। পরে সে ঐ বেদুঈনকে নিয়ে এলো (খাদ্যটি নিজের জন্য) হালাল করে নিতে। তাই আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার মুঠোতে রয়েছে। অন্য আরেক রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত আছে, অতঃপর তিনি "বিসমিল্লাহ" পড়ে খাবার খেলেন। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫১৫৪]

১৮। শয়তান অস্ত্র চালায়:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেন: তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানেনা হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলমানকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে। [সহিহ বুখারি, হাদীস নং: ৭০৭২]

১৯। শয়তানের সাথে জিহাদ:

শয়তান মুসলমান হতে বাধা দেয়, জিহাদে বাধা দেয়, হিজরতে বাধা দেয়।
সাবরতা ইবনে আবু ফাকিহ (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: শয়তান আদম সন্তানের রাস্তাসমূহে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে বলে: তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আর তোমার দ্বীন ও তোমার বাপ দাদার দ্বীন এবং তোমার পিতার পূর্বপুরুষদের দ্বীন পরিত্যাগ করবে? কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বসে বলে: তুমি হিজরত করবে, তোমার ভূমি ও আকাশ পরিত্যাগ করবে? মুহাজির তো একটি রশিতে আবদ্ধ ঘোড়ার ন্যায় নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে বাধ্য। কিন্তু সে ব্যক্তি তার কথা অমান্য করে হিজরত করে। এরপর শয়তান তার জিহাদের রাস্তায় বসে এবং বলে: তুমি কি জিহাদ করবে? এতে নিজেকে এবং নিজের ধন সম্পদকে ধ্বংস করবে। তুমি যুদ্ধ করে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যের বিবাহে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ হবে। সে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে জিহাদে গমন করে। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: যে এরূপ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর (ওয়াদা অনুযায়ী জান্নাত তার) জন্য অবধারিত। আর যে ব্যক্তি শহীদ হয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর অবধারিত। যদি সে ডুবে যায়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর অবধারিত। আর যদি তার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়ে তার গর্দান ভেঙ্গে দেয় বা মেরে ফেলে, তখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর অবধারিত। [সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৩৪]

২০। শয়তানের আড্ডাখানা:

সালমান (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে বাজারে প্রবেশকারীদের মধ্যে তুমি প্রথম হয়ো না এবং তথা হতে বহির্গমনকারীদের মধ্যে তুমি শেষ ব্যক্তি হয়ো না। বাজার হলো শয়তানের আড্ডাখানা। আর তথায়ই সে তার ঝান্ডা উত্তোলন করে রাখে। [সহিহ মুসলিম হাদিস নং: ৬০৯৩]

২১। শয়তানি ব্যবসা:

কায়স ইবনে আবী গারাযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমাদের ব্যবসায়ীদের "সামাসিরা" (দালাল) নামে অভিহিত করা হত। (কিন্তু তিনি আমাদেরকে সুন্দর নামে অভিহিত করলেন), এবং তিনি বললেন, হে ব্যবসায়ী সমাজ, ব্যাবসার শয়তান ও পাপ এসে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের ব্যাবসাতে সাদকা জড়িত কর।
এই বিষয়ে বারা ইবনে আযিব ও রিফাআ (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (রহ.) বলেন, কায়স ইবনে আবু গারাযা (রা.) বর্ণিত হাদিসটি হাসান-সহিহ। [জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১২০৮]

২২। বাম হাতে খায় শয়তান:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেন: তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে খায়, ডান হাতে পান করে, ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করে এবং ডান হাত দিয়ে দান করে। কারণ শয়তান বাঁ হাতে খায়, বাঁ হাতে পান করে। বাঁ হাতে দেয় এবং বাঁ হাতে গ্রহণ করে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩২৬৬]

২৩। শয়তানের গিঁট ও তা খোলার উপায়:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদিসটি নবি (সা.) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যে, নবি (সা.) বলেছেন, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথার তিনটি গিঁট দেয়- যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি গিঁটে এই বলে ফুঁ দেয় যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত। সে যখন জেগে উঠে আল্লাহর নাম নেয় তখন একটি গিঁট খুলে যায় যখন অজু করে তখন দুটি গিঁট খুলে যায়। আর যখন নামাজ আদায় করে তখন সবকটি গিঁটই খুলে যায়। ফলে সে উৎফুল্ল ও আনন্দিত মনে ভোর করে। অন্যথায় সে ভোর করে বিমর্ষ মনে ও আলসে অবস্থায়।
[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭০৪]

২৪। শয়তান স্বপ্নে ভয়ও দেখায়, খেলাও করে:

জাবির (রা.) সূত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত। (একদা) এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে আর আমি তার পিছনে পিছনে ছুটে চলছি। তখন নবি (সা.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন: ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের খবর কাউকে দিও না।
[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৮১৮]

২৫। জামাআতবদ্ধ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতা শয়তানের কাজ:

আবু সালাবা আল খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন সৈন্যদল বা লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সফরে কোথাও রাতযাপন বা বিশ্রামের জন্য সওয়ারী হতে অবতরণ করতেন, তখন তাঁর সঙ্গী লোকজন পাহাড়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ও জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেন। সে কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, তোমাদের এ সকল পাহাড়ি উপত্যকায় বা জঙ্গলে বিভক্ত হয়ে পড়া শয়তানের কাজ। এরপর হতে সর্বদা যখনই কোন স্থানে অবস্থান করতেন, তখনই সৈন্যদলে সকলে পরস্পরে একত্রে অবস্থান করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত বলা হত যে, যদি একখানা কাপড় তাদের ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়, তবে তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে।
[সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং: ২৬২৮]

২৬। মুশরিকদের পক্ষে শয়তানের পলিটিক্স:

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হল, তখন ইবলিশ চিৎকার করে বললো, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের পেছনের লোকদের প্রতি সতর্ক হও। অতএব সামনের লোকেরা পেছনের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হল। হুযাইফা (রা.) হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। (মুসলমানগণ তাঁর উপর আক্রমণ করছে) তখন তিনি (হুযাইফা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা। আমার পিতা। আমার পিতা।

(তিনি মুসলিম) কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযাইফা (রা.) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা.) বলেন, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত হুযাইফা (রা.) (তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য) দুআ ও ইস্তিগফার করতে থাকেন। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩২৯০]

২৭। শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে গেম খেলে। সংসারে শয়তানের কারসাজি অনেক ভাবে হতে পারে:

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, শয়তান তোমাদের মধ্যকার কাহারও শয্যায় আসে যখন তাহার পরিবার শয্যা রচনা সম্পন্ন করে এবং কাঠ পাথর প্রভৃতি নিক্ষেপ করে যাহাতে সে ব্যক্তি তাহার পরিবারের প্রতি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি এরূপ দেখতে পাবে সে যেন তার পরিবারের উপর ক্রুদ্ধ না হয়, কেননা তা শয়তানের কাজ। [আল-আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং: ১১৯৯]

২৮। সন্ধ্যায় শয়তান ছোটাছুটি করে, আল্লাহর নামে দরজা বন্ধ করলে শয়তান খুলতে পারে না

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারো। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।' [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৩০৪]

২৯। কবি শয়তান:

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে 'আরয' এলাকায় সফর করছিলাম। তখন এক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসতে লাগল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: শয়তানটাকে ধরে ফেলো কিংবা তিনি বললেন শয়তানটাকে রুখে দাও। কোন লোকের পেট পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া থেকে উত্তম।
[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৫৭৮৮]

৩০। শয়তান প্রাণীকে ব্যবহার করে:

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একবার একটা ইঁদুর জ্বলন্ত শলতে টেনে আনে, এবং সে তা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেজুর পাতার তৈরি বিছানার উপর রাখে, যার উপর তিনি বসে ছিলেন। ফলে, সে বিছানার এক-দিরহাম পরিমাণ অংশ পুড়ে যায়। তখন তিনি বলেন: যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের চেরাগগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা, শয়তান এদেরকে (ইঁদুর ইত্যাদিকে) এ ধরনের কাজের জন্য প্ররোচিত করে, যা তোমাদের পুড়িয়ে দেয়। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫২৪৭]

৩১। মোরগ ফেরেশতা দেখে আর গাধা শয়তান দেখে:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবি (সা.) বলেন: যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাইবে। কেননা সে ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কেননা সে শয়তান দেখেছে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৩০৩]

৩২। স্বয়ং নবি (সা.) শয়তানের সাথে লড়াই করেছেন:

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "গতকাল রাতে আমার সালাত নষ্ট করার জন্য জিনদের মধ্য হতে এক 'ইফরীত' (জিন) থুথু নিক্ষেপ করেছিল। তবে আল্লাহ তা'আলা তার উপরে বিজয়ী হতে আমাকে সাহায্য করেছেন। সকালে তোমাদের সবাইকে দেখানোর জন্য আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম। তারপর আমার ভাই সুলায়মানের দুআর কথা আমার মনে পড়ল। (আমার ভাই সুলায়মান আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করেছিলেন), "হে আমার মালিক, (আমি যদি কোনো ভুল করি তাহলে) তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করো, যা আমার পরে আর কেউ কোনোদিন পাবে না, তুমি নিশ্চয়ই মহান দাতা।"(সুরা সোয়াদঃ ৩৫।)" সহিহ বুখারিঃ ৭৫, সহিহ মুসলিমঃ ১১০৪।

৩৩। শয়তানের সামনে আল্লাহর নাম নিলে সে ছোট হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে:

আবু মালীহ (রহ.) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবি করিম (সা.)-এর সঙ্গে একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। এ সময় উটটি লাফালাফি করতে থাকলে আমি বলি: শয়তান মরুক। তখন নবি (সা.) তিনি বলেন: তুমি এরূপ বলো না যে, শয়তানের সর্বনাশ হোক। কেননা, তুমি যখন এরূপ বলবে, তখন শয়তান অহংকারে ফুলে ঘরের মত হয় এবং বলে: আমি খুবই শক্তিমান। বরং তুমি বলবে: বিসমিল্লাহ। কেননা যখন তুমি এরূপ বলবে, তখন শয়তান ছোটো হয়ে মাছির মত হয়ে যায়। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৮২]

শয়তানকে অভিশাপ দিলে তার অহংকার বেড়ে যায়। সব কাজে শয়তানকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা। শয়তানের সামনে আল্লাহর নাম নিলে সে ছোটো হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৩৪। শয়তানকে খেতে না দেওয়া:

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়। এমনকি তোমাদের কারো আহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের কারো যদি লোকমা পড়ে যায়, সে যেন লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে তা খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আহার শেষে সে যেন তার আঙুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫১৯৮]

৩৫। জরায়ুতে শয়তানের আক্রমণ:

আবুয যুবায়র মক্কি (রহ.) বলেন: আবা মায়িয আসলামী আব্দুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান (রহ.) তাহার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর নিকট বসা ছিলেন। তখন এক মহিলা এসে বলল: আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফের ইচ্ছা করেছিলাম। মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতেই আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হল। এমতাবস্থায় আমি ফিরে যাই। পরে ঋতুস্রাব বন্ধ হলে আবার তাওয়াফের জন্য আসি, কিন্তু মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতেই আবার ঋতুস্রাব শুরু হল। ফলে আবার ফিরে গেলাম। শেষে ঋতুস্রাব বন্ধ হলে আবার তাওয়াফ করতে গেলাম। কিন্তু এইবারও দরজা পর্যন্ত যেতে না যেতেই পুনরায় রক্ত দেখা দেয়। এখন কী করব? আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন: এটা শয়তানের কাণ্ড! গোসল করে লজ্জাস্থানে কাপড়ের পট্টি দিয়ে তাওয়াফ করে নাও। [আল মুয়াত্তা-ইমাম মুহাম্মাদ রহ., হাদিস নং: ৪৭১]

৩৬। শয়তানের সূর্যপূজা:

যুগ যুগ ধরে সবচেয়ে বেশি পূজা করা হচ্ছে সূর্য দেবতার বা সূর্যের। এর কারণ হল-
রাসুল (সা) বলেন, "ফজরের সালাত পড়বে, অতঃপর সূর্যোদয়কালে সালাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না তা কিছুটা উপরে উঠে। কেননা, যখন তা উদিত হয়, তখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে উদিত হয় এবং এসময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। অতঃপর সালাত থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে অস্তমিত হয় এবং এসময় কাফেররা তাকে সিজদা করে (বুখারি হা/৩২৭৩; মুসলিম হা/৮৩২; মিশকাত হা/১০৪২)।
সূর্য উদয়ের সময় শয়তান সূর্যকে সিজদা করে। তাই, এই সময়ে নামাজ শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহু আ'লাম।

৩৭। শয়তান মানুষকে অগ্নিপূজারী বানায়:

আহমাদ ইবনে সানান ওয়াসিতী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখন পারসিকদের নবি ইন্তেকাল করেন, তখন ইবলিস তাদের অগ্নি পূজায় লাগিয়ে দেয় (অর্থাৎ গুমরা করে ফেলে)। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩০৪২]

৩৮। শয়তান চুরি করে:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রমজান মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে যাকাতের মাল পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। একদিন রাতের বেলা দেখলেন এক ব্যক্তি যাকাতের মাল চুরি করছে। তখন তিনি তার হাত ধরে ফেললেন। চোর বলল, সে খুব অভাবী। আবু হুরাইরা (রা.) তাকে ছেড়ে দিলেন। পরদিন রাসুল (সা.) বললেন, 'সে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।' পরদিন চোর আবার এলে আবু হুরাইরা (রা.) তাকে ধরলেন। চোর আবারও অভাবের কথা বলল। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন রাসুল (সা.) আবার বললেন, 'সে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।' পরদিন আবারও আবু হুরাইরা (রা.) চোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন আর যখন সে আবারও চুরি করতে এল, তখন তিনি তাকে পাকড়াও করলেন আর বললেন, 'এবার অবশ্যই আমি তোমাকে আল্লাহর রাসুল (সা.)—এর কাছে নিয়ে যাব।' চোর অবস্থা বেগতিক দেখে বললো, 'আমাকে মাফ করো। আমি তোমাকে এমন কিছু বলে দেব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন।' আবু হুরাইরা (রা.) সেটা জানতে চাইলে চোর বলে, 'যখন ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমাবে, তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করবেন, যে তোমার সঙ্গে থাকবে আর কোনো শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে আসতে পারবে না।' এটা শুনে আবু হুরাইরা (রা.) তাকে ছেড়ে দিলেন। পরদিন রাসুল (সা.) বললেন, 'যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী শয়তান কিন্তু সে সত্য বলেছে।' [সহিহ বুখারি নম্বর ২৩১১]

৩৯। প্রতিটি মূর্তির ভেতরে একটি করে শয়তান থাকে:

মক্কা বিজয়ের পর উযযা নামক মূর্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করা হলো। উযযা মূর্তির মন্দিরটি ছিল নাখলা নামক স্থানে। এটি ভেঙ্গে ফেলে খালিদ (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কিছু দেখেছিলে?' খালিদ (রাঃ) বললেন, 'না।' রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন 'তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি তা ভাঙ্গো নি। পুনরায় যাও এবং তা ভেঙ্গে দাও।' খালিদ (রাঃ) কোষমুক্ত তরবারি হস্তে পনুরায় সেখানে গমন করলেন। এবারে বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট এক মহিলাকে মূর্তির পাশে দেখলেন। এমন সময় খালিদ (রাঃ) তরবারি দ্বারা তাকে এতই জোরে আঘাত করলেন যে, তার দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। এরপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিনি এ সংবাদ অবগত করালে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ', সেটাই ছিল উযযা।

মূলত প্রতিটি মূর্তির সাথে যে শয়তান থাকে, যারা ঐ মূর্তি পূজা করে, শয়তান তাদের কিছু কাজ করে দেয়।

ঠিক একইভাবে যারা মাজার পূজা করে, ঐ মাজারেও শয়তান থাকে এবং ঐ শয়তান মাজার পূজারীদের কিছু কাজ করে দেয়। আমাদের প্রত্যেকের সাথে ক্বারিন জিন বা শয়তান আছে, যখন কোন ব্যক্তি কাউকে/মূর্তি/ভন্ড পীরের মাজারে সিজদাহ্ দেয় — শয়তানগুলো খুশি হয়ে যে ব্যাক্তি সেজদা করছে তার কিছু কাজ করে দেয়।

৪০। মহামারি এবং শয়তানের মাধ্যমে সৃষ্ট রোগ:

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমার উম্মতের ধ্বংস রয়েছে যুদ্ধ ও প্লেগ রোগে; আর তা হল জিন-শয়তান জাতির তথা তোমাদের দুশমনদের খোঁচা। আর উভয়ের মধ্যেই রয়েছে শহীদের মর্যাদা।" (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম/১৯৫২৮, ত্বাবারানী)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "প্লেগ রোগ হল জিন জাতির তথা তোমাদের দুশমনদের খোঁচা। আর তা হল তোমাদের জন্য শহীদী মরণ।" (হাকেম)।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় অনেক সময়ই মহামারিগুলোও শয়তানের কারণে হয়ে থাকে।

কুরআন অনুসারে শয়তানের চক্রান্ত

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত অনুসারে শয়তান কত কিছু করতে পারে তার কিছু নমুনা:
(এই বইটি শুধু ছোটো রাখার উদ্দেশ্যে এই চ্যাপ্টারটিকে অনেক ছোটো করে দেওয়া হয়েছে। তা না হলে ইচ্ছা ছিল আয়াত ও হাদিসগুলোর আরবি, অর্থ, ব্যাখ্যা সব বিস্তারিতভাবে দেওয়া।)

১. শয়তান সর্বপ্রথম আল্লাহর হুকুম অমান্য করল। [সুরা বাকারা: ৩৪]

২. শয়তান চক্রান্ত করে মানুষকে গুমরাহ করে। [সুরা বাকারা: ৩৬, আল ইমরান: ১৫৫, নিসা: ৬০]

৩. শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ ঘটায়। [সুরা বাকারা: ১০২]

৪. শয়তান আমাদের অভাবের ভয় দেখিয়ে হারাম উপার্জনে প্ররোচিত করে। [সুরা বাকারা: ২৬৮]

৫. শয়তান আমাদের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ কাজের নির্দেশ দেয়। [সুরা বাকারা ২৬৮, নূর ২১]

৬. শয়তান সাহাবিগণকেও ভয় দেখিয়েছে।
"সে তো শয়তান। সে তোমাদের তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও। [আল ইমরান: ১৭৫]

৭. প্রত্যেকের সাথে শয়তান ক্বারিন রয়েছে।
তার সঙ্গী (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের 'রব', আমি তাকে বিদ্রোহী করে তুলিনি, বরং সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রষ্টতার মধ্যে'। [সুরা ক্বফ: ২৭]

৮. নবি-রাসুল না আসলে সবাই শয়তানের অনুসারী হয়ে যেত।
"যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা না থাকত তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া সকলেই শয়তানের অনুসরণ করত।" [সুরা নিসা: ৮৩]

৯. শয়তান মানুষকে মুশরিক বানায়। [আনআম: ১২১]

১০. অহংকার, আত্মতুষ্টি শয়তান থেকে। [সুরা নিসা: ১২০]

১১. শয়তান মানুষকে মদ, জুয়া, লটারি ইত্যাদি সমাজ বিধ্বংসী কাজের প্রতি আহ্বান করে। [মায়েদা ৯০]

১২. শয়তান আমাদের আল্লাহর জিকির ও সালাত থেকে বিরত রাখে। [মায়েদা ৯১]

১৩. শয়তান মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ওয়াসওয়াসা দেয়। [আরাফ:২০, ত্বহা: ১২০, ফোরকান: ২৯, মুহাম্মাদ ২৫]

১৪. মুমিনদের অভিভাবক হলো আল্লাহ, কাফিরদের অভিভাবক হলো শয়তান। [বাকারা: ২৫৭, আরাফ: ২৭, ৩০, নাহল: ৬৩]
যারা ইমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিভাবক হলো তাগুত বা শয়তান। তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। [বাকারা: ২৫৭]

১৫. জান্নাত থেকে আমাদের শয়তানই বের করে দিয়েছিল:
হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই ফিতনায় ফেলতে না পারে যেমনভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদের পরস্পরকে লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদের দেহ হতে পোশাক খুলিয়ে ফেলেছিল। সে আর তার সাথিরা তোমাদের এমনভাবে দেখতে পায় যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা ইমান আনে না তাদের জন্য আমি শয়তানকে অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। [আরাফ: ২৭]

১৬. যারা শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

আল্লাহর কসম! তোমার পূর্বে আমি বহু জাতির কাছে রাসুল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু শয়তান তাদের কাছে তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দিয়েছিল, আর আজ সে-ই তাদের অভিভাবক, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। [নাহাল: ৬৩]

১৭। শয়তানের রয়েছে নিজস্ব বাহিনী। [আরাফ: ২০১, বনী ইসরাইল: ৬৪]

১৮। শয়তান মানুষকে অপবিত্র করে। [আনফাল: ১১]

১৯। শয়তান গুনাহের কাজকে সুন্দর করে দেখায়। [আনফাল: ৪৮, নাহাল: ৬৩, নামল: ২৪, আনকাবুত: ৩৮]

২০। শয়তান আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়। [সুরা ইউসুফ: ৪২, সুরা কাহাফ: ৬৩, সুরা মুজদালা: ১০]

২১। শয়তান নিয়ত এর উপর আঘাত করে। [সুরা হজ: ৫২]

আমি তোমার পূর্বে যেসব রাসুল কিংবা নবি পাঠিয়েছি তাদের কেউ যখনই কোনো আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় (প্রতিবন্ধকতা, সন্দেহ-সংশয়) নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমতওয়ালা।

২২। শয়তান সাইকোলজি নিয়ন্ত্রণ করে। [সুরা হজ: ৫৩]

২৩। শয়তান নবিগণের সাথেও শত্রুতা করেছে। [সুরা আনআম: ১১২, সুরা কাসাস: ১৫, সুরা ছদ: ৪১]

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবির জন্য বহু শয়তানকে শত্রু রূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শয়তানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শয়তানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলো মনোমুগ্ধকর ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রবের ইচ্ছা হলে, তারা এমন কাজ করতে পারত না। সুতরাং তুমি তাদের এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্জন করে চলবে। [আনআম: ১১২]

২৪। শয়তান মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। [সুরা লোকমান: ২১]

২৫। শয়তান মানুষকে বশীভূত করে তার দলভুক্ত করে নেয়। [সূরা মুজাদালা: ১৯]

২৬। শয়তান মানুষকে কাফির হতে বলে। [হাশর: ১৬]

২৭। শয়তান তার অভিভাবকদের নিকট ওহি পাঠায়। [সুরা আনআম: ১২১]

তিব্বে নববি ট্রেনিং

রুকইয়াহ আম্মার ট্রেনিং

রুকইয়াহ আম্মার প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং

রোগীর কাউন্সেলিং, রুকইয়াহ তওবা, কিতাল ও হারুক এর প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং

প্রাক্টিক্যাল রুকইয়াহ এবং প্রয়োজনীয় ফাইল

যা কিছু ভালো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু খারাপ সব শয়তানের পক্ষ থেকে।
কোন ভুল নজরে আসলে জানানো হলে ঠিক করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহই ভালো জানেন